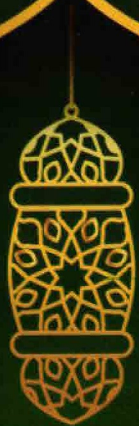

ঋণমুক্ত দুনিয়া ও পাপমুক্ত পরকাল

মুহাম্মদ নূরে আলম

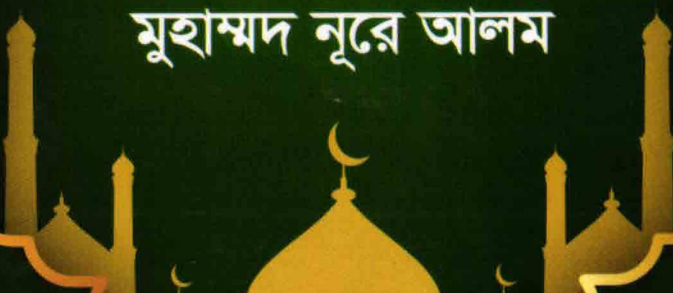

ঋণমুক্ত দুনিয়া
ও
পাপমুক্ত পরকাল

মুহাম্মদ নূরে আলম

কাজী লাইব্রেরি
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল: ০১৮২৮-৫৯১১৫৮

www.nagorikpathagar.org

ঋণমুক্ত দুনিয়া
ও
পাপমুক্ত পরকাল

মুহাম্মদ নূরে আলম

প্রকাশনায়ঃ
কাজী লাইব্রেরি
৪৩৫/ক, ওয়্যারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা।
মোবাইলঃ ০১৭৭২-৯৮২৭০০, ০১৮২৮-৫৯১১৫৮

প্রকাশকালঃ
নভেম্বর ২০২৩ইং

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

মুদ্রণে :
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা।

ISBN-984-311-426-1

মূল্য : ১০০.০০ টাকা মাত্র

Rinmukta Dunia O Papmukta Parakal written by Mohammad Nore Alam, Published by Kazi Library, 435/Ka, Wireless Railgate, Dhaka
Price Tk. 100.00 Only

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

আমরা ঋণমুক্ত দুনিয়া ও পাপমুক্ত পরকাল বলতে বুঝাতে চেয়েছি যে, একজন মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবনে যে ঋণগ্রহণ করে তা থেকে শুরু করে, তার জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যত হকদারের হক বা অধিকার আছে, অর্থাৎ মানুষের হক আল্লাহর হক তাঁর কিতাবের হক রাসূল (সা.) এর হক বা অধিকার আছে এবং ঈমান, ইসলাম, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, ইনসাফ, জিহাদ, ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব পালনসহ সামাজিক দায়-দায়িত্ব, পরিবেশ, জীবজন্তু কীট-প্রতঙ্গের হক বা অধিকার আছে তা আদায় করার মাধ্যমেই দুনিয়ার জীবনে ঋণমুক্ত হওয়া যাবে।

দুনিয়ার জীবনে সব কিছুর হক যথাযথভাবে আদায় করতে পারলেই পরকালেও পাপমুক্ত হওয়া যাবে ইনশাল্লাহ। আর পরকালে পাপমুক্ত হতে পারলেই জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। যে ব্যক্তি মুসলিমের হক নষ্ট করবে সে আল্লাহর সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবেন যে তিনি তার ওপর রাগান্বিত থাকবেন। যদি তা সামান্য কোনো বস্তু হয় কিংবা গাছের একটি ডালও হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি হাদীসে সুস্পষ্ট করেছেন এভাবে- হযরত আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কসমের মাধ্যমে কোনো মুসলিমের হক বিনষ্ট করে তার জন্য আল্লাহ জাহান্নাম ওয়াজিব করে রেখেছেন এবং জান্নাত হারাম করে রেখেছেন। (নাউজুবিল্লাহ) তখন এক সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অতি সামান্য বস্তু হলেও।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আরাক (বাবলা গাছের মতো এক ধরনের কাঁটাযুক্ত) গাছের ডাল হলেও এ শাস্তি দেয়া হবে।' (মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

মুসলিমের হক নষ্ট করা পাপের কাজ। তদুপরি মিথ্যা কসম খেয়ে কারো হক নষ্ট করা মহাপাপ। যার শাস্তি হবে জান্নাত হতে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ। সে হক ছোট হোক আর বড়ই হোক। তাকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। কেননা সে ইসলামের হক উপলব্ধি করেনি এবং আল্লাহর নামের মর্যাদাও রক্ষা করেনি। অত্যাচার বা জুলুম হলো সমস্ত অমঙ্গলের উৎস যা ন্যায় বিচার থেকে এবং সমস্ত কল্যাণ থেকে মানুষকে দূরে রাখে। যখন কোনো জাতির মধ্যে জুলুম নির্যাতন বেড়ে আইনের শাসন ভূলুণ্ঠিত হয়, তখন এর প্রভাবে শহর নগর, গ্রাম থেকে গ্রামান্তর সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মানুষের অধিকার মেরে দেয়া হারাম করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে হায়াতে জীবনে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী সব বিধি বিধান মেনে চলার তাওফিক দান করুন এবং সকল কর্মকান্ড আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের খুশী মত যথাযথ হক আদায় করে ঋণমুক্ত থাকার তৌফিক দিন।

লেখক

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

ঋণমুক্ত দুনিয়া

১. ঋণ কি, ঋণের সংজ্ঞা এবং পারিভাষিক অর্থ ৭
২. ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় ঋণ ৮
- ঋণদানের ফজিলত ১০
- ঋণ দান ব্যবসা নয়, পারস্পরিক সহযোগিতা বা কর্জে হাসানা ১১
- ইসলামে সুদমুক্ত ঋণ কার্যক্রম ১২
- ঋণ থেকে মুক্তি পেতে দোয়া ১৪
- মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ ১৫

৩. ঈমানের হক বা ঋণ ১৭
৪. আল্লাহ ও বান্দার হক বা ঋণ ১৯
৫. নামাজের হক বা ঋণ ২১
৬. রোজার হক বা ঋণ ২৩
৭. জাকাত আদায়ের হক বা ঋণ ২৫
- হজ আদায় করার হক বা ঋণ ২৬

৮. নিজের শরীরের বা অঙ্গসমূহের হক ২৭
- দুই অঙ্গের ব্যাপারে মহানবীর সতর্কতা ২৯

৯. পারিবারিক হক বা ঋণ ৩০
- সন্তানের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য বা ঋণ ৩২
- পিতা মাতার প্রতি সন্তানের হক বা ঋণ ৩৪
- স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব-কর্তব্য বা ঋণ ৩৬

১০. সামাজিক দায়িত্ব বা ঋণ ৩৯
- অসহায়দের সাহায্য-সহায়তা ৪০
- রোগীর খোঁজ-খবর নেয়া ৪০
- শোকাহতকে সান্ত্বনা প্রদান ৪১
- মৃতব্যক্তির পরিবার-পরিজনের জন্য খাদ্য সরবরাহ ৪১
- প্রতিবেশীর খবর রাখা ও তার সাথে ভাল ব্যবহার করা ৪১
- সামাজিকভাবে অসচ্ছল মানুষকে ঋণ প্রদান ৪২

www.nagorikpathagar.org

■ ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার-ফয়সালা করা ৪৩
■ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ৪৪
■ সমাজে সালামের প্রসার ও মুসলমানের ৬টি হক বা ঋণ ৪৫
■ আত্মীয়তার হক বা ঋণ ৪৬
■ শিক্ষককের হক বা ঋণ ৪৬

১১. উম্মতের উপর মহানবী ((সা.))-এর হক ৪৭
■ রাসূলুল্লাহ (সা.) ও আল হাদীসের হক বা ঋণ ৪৯

১২. ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব পালনের হক বা ঋণ ৫০
১৩. আল কুরআনের হক বা ঋণ ৫৩
১৪. রাষ্ট্রীয় হক বা ঋণ ৫৫
১৫. ব্যবসায়ীদের হক বা ঋণ ৫৭
১৬. আমানতের হক আদায় বা ঋণ ৬০
১৭. ইসলামে নারী-পুরুষের পর্দার হক বা ঋণ ৬২
১৮. এতিমের হক বা ঋণ ৬৭
১৯. ওয়ারিসের হক আদায় বা ঋণ ৬৯
২০. ডাক্তারের হক বা ঋণ ৭৩

পাপমুক্ত পরকাল

১. অন্যায় ও পাপমুক্ত জীবন গঠনের উপায় ৭৫
২. পাপ কাজ ছেড়ে দেয়ার উপায় ও পাপমুক্ত থাকার শিষ্টচার সমূহ ৭৭
৩. পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা কেন জরুরি ৭৯
৪. পাপ থেকে মুক্ত থাকার দোয়া ৮০
৫. অনলাইন দুনিয়ার শিষ্টাচার বা পাপ থেকে বাঁচার উপায় ৮০
৬. সবার আগে বড় বড় পাপ বেঁচে থাকা ৮৩
৭. যে নিয়ম মানলে গোপন পাপ থেকে মুক্তি মেলে ৮৪
■ গোপন পাপ থেকে নিজেকে উদ্ধারের কিছু উপায় ৮৪
৮. যে কারণে অহংকারী ব্যক্তি বড় গোনাহগার ৮৬
■ মিথ্যা অপবাদ ইসলামে জঘন্যতম অপরাধ ৮৮
৯. কথা কম বলা ও কম হাসা মুমিনের গুণ ৯০
১০. শিরক সবচেয়ে বড় পাপ ৯১

www.nagorikpathagar.org

১. ঋণ কি, ঋণের সংজ্ঞা এবং পারিভাষিক অর্থ

মানুষ সামাজিক জীব। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। একে অপরের সহায়তায় এগিয়ে আসে। কোনো মানুষ একা সবসময় নিজের সব প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হয় না। অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরকে বিভিন্ন উপায় বা লেনদেনের মাধ্যমে সাহায্য করতে হয়। এ রকমই একটি বড় উপায় হচ্ছে ঋণ বা কর্জ। ঋণের নিম্নরূপ সংজ্ঞা করা হয়েছে–

دفع مال لمَن يَنْتَفِعُ بِه وَيَرُدُ بَدَله

অর্থাৎ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোন মাল (ধার) দেয়া, যাতে সে (বর্তমানে) নিজের প্রয়োজন মিটাতে পারে এবং পরে সে তার এ দেনা হুবহু (কোনরূপ পরিবর্তন না করে) ফিরিয়ে দেয়। কর্জ বা ঋণ লেন-দেন করার সময় ঋণের নির্দিষ্ট পরিমাণ, তার গুণ ও বৈশিষ্ট্য (কোয়ানটিটি ও কোয়ালিটি) জেনে রাখা একান্ত জরুরি। মানুষের সুবিধার্থে ইসলামী শরীয়তে কর্জ নেয়া-দেয়াকে বৈধ করা হয়েছে। কিন্তু এ ঋণ ব্যবস্থা অর্থ উপার্জনের কোন প্রকার অসীলা বা উপায় বলে বিবেচিত নয় এবং নিজের মাল বৃদ্ধি করার পথসমূহের মধ্যে কোন বৈধ পথও নয়। তাই ঋণ দেয়ার পর ঋণগ্রহীতাকে কেবল সেই পরিমাণ মালই পরিশোধ করতে হয় যে পরিমাণ মাল সে ঋণদাতার নিকট থেকে গ্রহণ করেছে। নতুবা তাকে এ নেয়া মালের অনুরূপ মাল ফেরৎ দিতে হয়। তার চেয়ে অধিক মাল কোনক্রমেই ফেরৎ দিতে হয় না। কারণ ফিকেহর নীতিগত আইন এই যে,

أي قرض جر نفعا فهو ربا

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ, যে ঋণ কোন প্রকার মুনাফা আনয়ন করে তা (এ মুনাফা) সুদ বলে গণ্য। তবে হ্যাঁ, ঋণের উপর এ মুনাফা কেবল তখনই ঋণদাতার জন্য হারাম ও সুদ বলে বিবেচিত হবে, যখন ঋণ দেয়ার সাথে এ মুনাফা দেয়ার শর্ত ও চুক্তি আরোপ করা হবে এবং সেটা লিখিত শর্তযুক্ত হোক কিংবা মৌখিক শর্তযুক্ত। তদনুরূপ ঋণ দেয়ার পর ঋণগ্রহীতার তরফ থেকে বিভিন্ন হাদিয়া উপঢৌকন, উপহার ইত্যাদি গ্রহণ করাও সুদের পর্যায়ভুক্ত। কারণ হাদিয়া উপঢৌকন ও উপহার দেয়ার চেয়ে আগে ঋণমুক্ত হওয়া শরিয়াতে গুরুত্ব আরোপ করেছে।

হযরত আবু রাফে' (রা.) বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল সাঃ এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি উটের বাচ্চা ধার নিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁর নিকট যখন সদকার উট এল, তখন তিনি এ লোকটির উটের বাচ্চা পরিশোধ করতে আমাকে আদেশ করলেন। আমি বললাম, 'উটগুলোর মধ্যে সবগুলোই বড় বড় উট, উটের কোন বাচ্চা ওদের মধ্যে নেই।' তখন নবী করীম (সা.) বললেন,

أعطه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضا

অর্থাৎ, এ বড় উটই দিয়ে দাও। কারণ, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে (ঋণ) পরিশোধের ব্যাপারে উত্তম।" (মুসলিম ৫/৪৫, হাদীস নং ১৬০০)

২. ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় ঋণ

কর্জ (قرض) আরবি শব্দ যার বাংলা অর্থ ঋণ। ঋণের সমার্থক বাংলা শব্দ হচ্ছে ধার, দেনা, হাওলাত ইত্যাদি। এছাড়াও কর্জ শব্দটিও আমাদের সমাজে প্রচলিত। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, 'যেকোনো পণ্য বা মা'ল অন্যকে প্রদান করা, যার মাধ্যমে সে উপকৃত হবে, অতঃপর সেই দাতাকে অনুরূপ পণ্য বা মাল ফেরত দেয়া।' (ফিকহ্ বিশ্বকোষ, খন্ড নং -৩৩, পৃষ্ঠা নং-১১১)।

কাউকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদান নেকির কাজ, বান্দা এই ধরনের কাজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে। ঋণ প্রদানের মাধ্যমে শুধু

www.nagorikpathagar.org

একজন ব্যক্তির প্রতি নয় পুরো একটি পরিবার তথা একটি সমাজের উন্নয়নের সামিল। ঋণ করার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে কিন্তু এর বড় দুইটি কারণ হলো:

ক. স্বাভাবিক জীবন পরিচালনায় বাধাগ্রস্ত হলে তথা খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ইত্যাদির প্রয়োজনে ঋণ নেয়া।

খ. ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে স্বাবলম্বী তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করা। ইসলামেও ঋণের বৈধতা রয়েছে।

ইসলাম ধর্মে ঋণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 'ঋণের প্রচলন বৈধ, কারণ ঋণ সুন্নাত এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।' (মুগনী, ইবনু কুদামাহ)। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন যে, 'যদি কেউ কোনো মুসলমানকে দুই বার ঋণ দেয়, তাহলে তা এক বার সাদকা আদায় করার মত।' (ইবনু মাজাহ)। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ সম্পর্কে বলেছেন যে, 'যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মুসলমান ব্যক্তির দুনিয়াবী বিপদ দূর করে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা ওই ব্যক্তির আখিরাতের বিপদ দূর করবেন। আবার যদি কোনো ব্যক্তি কোনো অভাবী মানুষের কষ্ট সহজ করার প্রয়াস করে, আল্লাহ তা'য়ালা ওই ব্যক্তির দুনিয়া ও আখিরাত সহজ করবেন। আল্লাহ তার বান্দার সাহায্য করেন যতক্ষণে বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্য করে।' (সহীহ মুসলিম শরীফ)। ইসলামে কর্জে হাসানার কথা উল্লেখ আছে। যার অর্থ উত্তম ঋণ। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং সওয়াবের উদ্দেশ্যে বিনা শর্তে কাউকে ঋণ দিলে তাকে 'কর্জে হাসানা' বা উত্তম ঋণ বলে। কর্জে হাসানা তথা ঋণ আদান-প্রদানের ব্যাপারে ইসলামে রয়েছে কল্যাণকর নির্দেশনা। যার নিখুঁত চর্চা ও যথার্থ প্রয়োগ সমাজ তথা দেশের জন্য বয়ে আনবে শান্তির বাণী। এখানে ঋণ দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের জন্য রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশনা।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন যে,

إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَ الْمُصَّدِّقٰتِ وَ اَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ
لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ○

www.nagorikpathagar.org

অর্থ: 'নিশ্চয় দানশীল নর-নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে ঋণ দেয়, তাদেরকে প্রদান করা হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক ও মঙ্গলজনক পুরস্কার।' (সূরা আল-হাদীদ, আয়াত-১৮)।

অন্যত্র মহান আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন,

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۚ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

অর্থ: 'যদি গ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে তার স্বচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত। আর যদি ক্ষমা করে দাও, তবে সেটিই উত্তম কাজ। যদি তোমরা তা উপলব্ধি কর।' (সূরা বাকারা, আয়াত-২৮০)

কর্জে হাসানা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আমি যখন মিরাজে গিয়েছিলাম, তখন বেহেশতের দরজার ওপরে লেখা দেখেছি, দানেরর সওয়াব ১০ গুণ, আর কর্জে হাসানার সওয়াব ১৮ গুণ।"

ঋণদানের ফজিলত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'প্রতিটি ঋণই সদকা সমতুল্য।

ব্যাখ্যা: স্বচ্ছল ব্যক্তি যদি কোন দরিদ্রকে কর্জ দেয় তবে এটা একটা পুণ্যের কাজ এবং এর জন্য কর্জদাতা আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাবে। কেননা কর্জদাতা দরিদ্রের বিপদ দূর করে দিয়েছেন সুতরাং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা কর্জদাতার বিপদ দূর করে দেবেন। (তারগীব ও তারহীব, যাদেরাহ হাদীস নং-৯০)

ঋণদানের ফজিলত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে একবার কর্জ দিলে দু'বার আল্লাহর রাস্তায় দান করার সমান সওয়াব পাওয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "রাসূল (সা.) বলেছেন, 'কোন মুসলমান অন্য মুসলমানকে একবার কর্জ দিলে, সে সেই অর্থ দু'বার

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর রাস্তায় অর্থ ব্যয় করার সমান সওয়াব পাবে।" (ইবনে মাজাহ) যাদেরাহ হাদীস নং-৯১।

কর্জ দিলে আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন সব গুণাহ ক্ষমা করে দিবেন। হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'তোমাদের পূর্বে যে সব লোক (মুসলমান) মারা গেছেন তাদের একজনের কাছে ফেরেশতা গিয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি পৃথিবীতে কোন ভাল কাজ করেছো? লোকটি উত্তর দিল, 'না। ফেরেশতা বলল, 'স্মরণ করো। ভাল করে মনে করে দেখো, যদি কোন ভাল কাজ করে থাকো তা আমাকে বলো। লোকটি বলল, 'আমি মানুষকে কর্জ দিতাম। আমার কর্মচারীদের আমি বলে দিয়েছিলাম, যদি অভাবের কারণে নির্দিষ্ট সময়ে কেউ ঋণ শোধ করতে না পারে, তবে যেন তার সময় আরও বাড়িয়ে দেয়া হয়। আর কর্জ আদায়ে সক্ষম ব্যক্তির প্রতিও যেন কোমল ব্যবহার করা হয়।"

নবী করীম (সা.) বলেন, (এ কথা শুনে) আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাদের হুকুম দিলেন, 'ওর সব ত্রুটি ক্ষমা করে দাও।" (তারগীব, বোখারী, যাদে রাহ হাদীস নং-৯২)

হযরত বুরাইদা রা. বর্ণনা করেন, "তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছেন, "কোন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন অভাবী ব্যক্তিকে ঋণ বা কর্জ দিলে সেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কর্জ দাতার আমলনামায় প্রতিদিন একটি করে দানের পুণ্য লেখা হবে। আর নির্দিষ্ট সময়ে ঋণগ্রহীতা ঋণ আদায় করতে না পারলে ঋণদাতা যদি তাকে আরও সময় বাড়িয়ে দেন, তবে ঋণদাতার আমলনামায় প্রতিদিন দুটি করে দানের পুণ্য লেখা হবে।" (মুসনাদে আহমদ, যাদে রাহ হাদীস নং-৯৩)

ঋণ দান ব্যবসা নয়, পারস্পরিক সহযোগিতা বা কর্জে হাসানা

ইসলামে ঋণের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করা ও তাদের প্রতি দয়া করা। কিন্তু এই সহযোগিতার আড়ালে ব্যবসায়িক বা অন্য কোন সুবিধা অর্জন উদ্দেশ্য নয়। একজন মুমিনের জীবনে ঋণ দানের উদ্দেশ্য আর্থিক প্রবৃদ্ধি নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি

www.nagorikpathagar.org

অর্জন করা। সেকারণে ঋণ গ্রহীতা ঋণ ফেরত দেয়ার সময় যা নিয়েছে তা কিংবা তার অনুরূপ ফেরত দিতে আদিষ্ট, এর অতিরিক্ত নয়। ঋণদাতা এর অতিরিক্ত নিলে তা সুদ হিসাবে গণ্য হবে। আমরা সামাজিক জীবনে ঋণের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে সুদের সাথে জড়িয়ে পড়ি। যেমন- চাকরি বা অন্য কোন সহযোগিতার উদ্দেশ্যে কাউকে ঋণ দেয়া অথবা কোন হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বা দোকান-ঘর ভাড়া পাওয়ার জন্য অথবা বিশেষ আর্থিক সুবিধা পাওয়ার জন্য ঋণ প্রদান প্রভৃতি সহযোগিতা সুদের পর্যায়ভুক্ত। ইবনে আববাস (রা.) বলেন, যে ঋণের বিনিময় লাভ করা হয়, তা সুদ। বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১০৭১৫; ইরওয়া হা/১৩৯৭, সনদ সহীহ।

ইসলামে সুদমুক্ত ঋণ কার্যক্রম

সুদের লেনদেন থেকে পরিত্রাণ পেতে ইসলাম বিকল্প কিছু পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। সেগুলো নিম্নরূপ :

১. **মুদারাবা:** ইসলাম সুদবিহীন অর্থব্যবস্থা প্রচলনে মুদারাবা তথা অংশীদারিত্ব ব্যবসা জায়েজ করেছে। এতে একজনের মূলধন থাকবে এবং অন্যজন ব্যবসায় কাজ করবে। আর এভাবে অর্জিত লভ্যাংশ উভয়ের মধ্যকার চুক্তি অনুসারে পাবে। তবে ব্যবসায় ক্ষতি হলে মূলধন বিনিয়োগকারীর ওপর বর্তাবে। আর শ্রমদাতার উপর ক্ষতির ভাগ বর্তাবে না, যেহেতু তার কষ্ট ও শ্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই সে অর্থের ক্ষতির অংশীদার হবে না।

২. **বাইয়ে সালাম:** ইসলামে বাইয়ে সালাম তথা মূল্য নগদ পরিশোধ আর বস্তু বাকিতে বেচাকেনা বৈধ করেছে। অর্থাৎ কারো নগদ অর্থের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে সে ওই জিনিসের উৎপাদনের সময় আসার আগে উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করে এবং ফিকহশাস্ত্রে বর্ণিত শর্তানুযায়ী বেচাকেনা করা বৈধ।

৩. **ইসলাম বাকিতে বেচাকেনা বৈধ করেছে:** নগদ বিক্রি মূল্যের চেয়ে বাকিতে বেশি মূল্যে বিক্রি করা জায়েজ। মানুষের সুবিধার্থে ও সুদের লেনদেন থেকে মুক্ত হতে ইসলাম এ বেচাকেনা বৈধ করেছে।

www.nagorikpathagar.org

৪. **কর্জে হাসানা:** ইসলাম বিনা লাভে ঋণ প্রদানের জন্য নানা ধরনের সংস্থা হওয়াকে উৎসাহিত করেছে। ব্যক্তি বা সমষ্টি বা সরকারি বা বেসরকারি যেকোনো ধরনের সংস্থাকে এ ঋণের জন্য ইসলাম উৎসাহিত করেছে; যাতে উম্মতের মধ্যে পরস্পর সামাজিক সহযোগিতা ও দায়ভার বাস্তবায়িত হয়। কর্জে হাসানা আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো-উত্তম ঋণ। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে, 'মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে অতিরিক্ত কোনো কিছু লাভের উদ্দেশ্য ও শর্ত ছাড়া কাউকে ঋণ প্রদান করাই হচ্ছে কর্জে হাসানা।' 'কর্জে হাসানা' বর্তমান বিশ্বে সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায়। কর্জে হাসানায় সুদের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। ইসলামি অর্থনীতি মানুষকে সুদ এড়িয়ে চলতে ও সুদী লেনদেন পরিহার করতে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। কারণ, ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় সুদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ○

'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।' (সূরা: বাকারা, আয়াত-২৭৫)।

সাধারণত বিভিন্ন ব্যাংক কিংবা ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প কর্মসূচির আওতাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ গ্রহণ করলে, তাকে এই ঋণের উপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ (লভ্যাংশ) দিতে হয়। প্রায় দেখা যায়, সমাজের অসহায় ও দরিদ্র মানুষগুলো নিজেদের প্রয়োজনে ঋণ নেয়, পরে সময়মত সুদসহ ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। এক্ষেত্রে অনেক সময়, দরিদ্র পরিবারগুলো নিজেদের অবশিষ্ট সম্পদ হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

এসব ক্ষেত্রে, কর্জে হাসানায় ভিন্ন চিত্র প্রতিফলিত হয়। কর্জ বা ঋণ গ্রহণকারীকে কোনো সুদ দিতে হয় না। এখানে দাতাকে সময়মত মূল অর্থ ফিরিয়ে দেয়াই মুখ্য। কেননা হাদিসে পাকে সুদের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ বলা হয়েছে। নবীজি (সা.) বলেছেন-অর্থাৎ 'আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, দুই ব্যক্তি আমার কাছে আগমন করে আমাকে এক পবিত্র ভূমিতে নিয়ে

www.nagorikpathagar.org

গেলো। আমরা চলতে চলতে এক রক্তের নদীর কাছে পৌঁছলাম। নদীর মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং আরেক ব্যক্তি নদীর তীরে, তার সামনে পাথর পড়ে রয়েছে। নদীর মাঝখানে লোকটি যখন বের হয়ে আসতে চায়, তখন তীরের লোকটি তার মুখে পাথর খন্ড নিক্ষেপ করে তাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এভাবে যতবার সে বেরিয়ে আসতে চায়, ততবারই তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করছে আর সে স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? সে বলল, যাকে আপনি (রক্তের) নদীতে দেখেছেন, সে হলো সুদখোর।' (বুখারি)। এজন্য সমাজে সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কর্জে হাসানার গুরুত্ব অত্যাধিক।

এছাড়া ইসলাম ধর্মমতে, কর্জে হাসানা আর্থিক ইবাদতেরও অন্তর্ভুক্ত। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ○

অর্থ: 'দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ বেশি এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।' (সূরা হাদিদ, আয়াত-১৮)

৫. **জাকাত:** ইসলাম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে, অভাবী ফকিরকে, বিপদগ্রস্ত পথিক প্রভৃতি অভাবী মানুষের প্রয়োজন মেটাতে, তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে জাকাতের বিধান প্রচলন করেছে। সমাজে ব্যক্তির প্রয়োজন মেটাতে ও মানুষের সম্মান সংরক্ষণে ইসলাম উপরোক্ত পদ্ধতি খুলে দিয়েছে। এভাবে তার অভাব মেটাতে সে সুউচ্চ উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়, তার প্রয়োজনের সুরক্ষা হয়, কর্ম ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

ঋণ থেকে মুক্তি পেতে দোয়া

দ্রুত ঋণ আদায় করতে বা ঋণমুক্ত হতে সক্ষম হওয়ার জন্য রাসূল (সা.) কিছু আমল ও দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ঋণ হতে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে অত্যধিক আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। একবার ঋণ থেকে রক্ষা পেতে

www.nagorikpathagar.org

প্রার্থনারত অবস্থায় এক ব্যক্তি তাকে দেখে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আপনি ঋণ থেকে খুব বেশি বেশি আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকেন!' নবী (সা.) বলেন- 'মানুষ ঋণী হলে, কথা বলতে গিয়ে মিথ্যা বলে এবং অঙ্গীকার করলে, রক্ষা করে না।' (বুখারি, হাদীস নং-২৩৯৭)

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগনিনী বিফাদ্বলিকা 'আম্মান সিওয়া-ক।

বাংলা অর্থঃ 'হে আল্লাহ! হারামের পরিবর্তে তোমার হালাল রুজি আমার জন্য যথেষ্ট কর। আর তোমাকে ছাড়া আমাকে কারো মুখাপেক্ষী করো না এবং স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে স্বচ্ছলতা দান কর।

অপর একটি হাদীসে এসেছে, একবার হযরত আলী (রা.) কাছে এক ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধের জন্য কিছু সাহায্য চায়। এ সময় আলী (রা.) তাকে বলেন, আমি কি তোমাকে কয়েকটি শব্দ শিক্ষা দেব, যা আমাকে রাসূল (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন? যদি তুমি এটা পাঠ করো, তাহলে আল্লাহই তোমার ঋণমুক্তির ব্যাপারে দায়িত্ব নেবেন, যদি তোমার ঋণ পর্বত সমানও হয়। ঋণমুক্তির নিয়তে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। ঋণমুক্ত হওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। হাদীসে এসেছে-হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) যখন অবতরণ করতেন, তখন প্রায়ই তাকে এই দোয়া পড়তে শুনতাম–

উচ্চারণ : 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযানি ওয়াল আঝযি ওয়াল কাসালি ওয়াল বুখলি ওয়াল ঝুবনি ওয়া দালায়িদ-দাইনি ওয়া গালাবাতির-রিঝালি।' অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি থেকে আশ্রয় চাই; অক্ষমতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় চাই; কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে আশ্রয় চাই; ঋণভার ও লোকজনের প্রাধান্য থেকে আপনার কাছে মুক্তি চাই।' (বুখারি)।

মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ

কোনো ব্যক্তি যদি ঋণ রেখে মারা যায়, তাহলে মৃতের সব সম্পদ বিক্রি করে হলেও পরিবারকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। কারণ ঋণ পরিশোধ

www.nagorikpathagar.org

ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে হাশরের মাঠে নিজ নেকি থেকে ঋণের দাবি পূরণ করতে হবে। (বুখারি, হাদীস নং-২৪৪৯)

মহান আল্লাহ মিরাস বা উত্তরাধিকার বিষয়ে আলোচনা শেষে বলেন, 'মৃতের অসিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর (মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টন হবে)।' (সূরা নিসা, আয়াত- ১১)

ঋণ পরিশোধ করা পিতা-মাতার খিদমতের অংশ ও অশেষ সওয়াবের কাজ হওয়ায় সন্তান নিজ দায়িত্বে তা পরিশোধ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, মুমিনের আত্মা ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয় তার ঋণের কারণে, যতক্ষণ না তার পক্ষ হতে ঋণ পরিশোধ করা হয়। (তিরমিজি, হাদীস নং-১০৭৮)

আর যদি ঋণগ্রস্ত মাইয়েতের কিছুই না থাকে এবং তার স্ত্রী-সন্তানরাও যদি সক্ষম না হয়, সমাজ, সংগঠন বা সরকার সে দায়িত্ব বহন করবে। (বুখারি, হাদীস নং-২২৯৮)

এ ক্ষেত্রে সুদ না দিয়ে শুধু মূল অংশ দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৭৮-২৭৯)

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) এমন ব্যক্তির জানাজা পড়তেন না, যিনি ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পরিশোধের কোনো ব্যবস্থা রেখে যাননি। একবার এমন এক ব্যক্তির জানাজা উপস্থিত হলো। রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তার কোনো ঋণ আছে কি? লোকেরা বলল, জি, দুই দিনার। অন্য বর্ণনা মতে, ১৮ দিরহাম। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, পরিশোধের কোনো ব্যবস্থা রেখে গেছে কি? জবাব এলো, না। রাসূল (সা.) বলেন, এমন ব্যক্তির জানাজা আমি পড়ব না; তোমরা পড়ো। সাহাবায়ে কেরাম হতাশ হলেন। বেশি হতাশ হলেন আবু কাতাদাহ (রা.)। 'মৃত ব্যক্তির পুরো ঋণের জিম্মাদারি নিজেই নিয়ে নিলেন এবং রাসূল (সা.)-এর কাছে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমিই তার ঋণের পূর্ণ জিম্মাদারি নিলাম। আপনি তার জানাজা পড়িয়ে দিন। অতঃপর রাসূল (সা.) জানাজা পড়লেন। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 'ঋণী ব্যক্তি পরকালে তার ঋণের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকবে।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৪১৫৯, ২২৬৫৭)।

www.nagorikpathagar.org

উল্লেখ্য, ঋণী ব্যক্তির জানাজা না পড়া নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ছিল। যখন আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল (সা.)-কে (খাইবার বিজয়ের মাধ্যমে) আর্থিক সচ্ছলতা দান করেন, তখন থেকে জানাজা পড়তেন এবং ঋণ নিজের জিম্মায় নিয়ে নিতেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তা পরিশোধ করতেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৪১৫৯)

আমরা জানি, মৃত ব্যক্তির সঙ্গে ৪টি হক সংশ্লিষ্ট–

১. **কাফন-দাফন:** একজন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার পর ওয়ারিশদের প্রথম কর্তব্য হলো- তার ত্যাজ্যসম্পদ থেকে মধ্যম মানের ব্যয়ে তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা।

২. **ঋণ পরিশোধ করা:** সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো-তার ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করা।

৩. **অসিয়ত পূরণ করা:** মৃত ব্যক্তি কোনো অসিয়ত করে গিয়ে থাকলে এক-তৃতীয়াংশ মাল দিয়ে সে অসিয়ত পূরণ করা।

৪. **বণ্টন করা:** অবশিষ্ট সম্পদ তার ওয়ারিশদের মধ্যে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা অনুযায়ী বণ্টন করা। এখানে ঋণ থেকে বেঁচে থাকার কিছু উপায় বর্ণনা করা হলো: যেমন, অল্পে তুষ্ট থাকা, উঁচু শ্রেণির লোকদের দিকে না তাকানো, বেশি বেশি দান করা সমর্থ অনুযায়ী, ঋণ থেকে মুক্তি ও ঋণগ্রস্ত না হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া।

৩. ঈমানের হক বা ঋণ

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ঈমান ও কুফর' শব্দ দু'টো ২৫ বার করে এসেছে। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে ইসলাম গ্রহণে ঈমানের মতো নিয়ামত দান করে যে অনুগ্রহ করেছেন, এর হক আদায় করা বান্দার জন্য একান্ত কর্তব্য। যে বান্দা ঈমানের মতো মহাঅনুগ্রহের হক আদায় করে না, তারা বড়ই অকৃতজ্ঞ। আর আল্লাহ তা'য়ালার এ নিয়ামতের কথা ভুলে যাওয়াই হচ্ছে সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা। ঈমান একটি আরবি শব্দ। এর সাধারণ অর্থ

www.nagorikpathagar.org

হলোঃ বিশ্বাস করা। এছাড়াও আনুগত্য করা, অবনত হওয়া, নির্ভর করা ইত্যাদি অর্থেও ঈমান শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

ঈমান মূলত ছয়টি বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর সেগুলো হলো-
১. আল্লাহ। ২. ফেরেশতা। ৩. আসমানী কিতাব। ৪. নবী-রাসূল। ৫. শেষ দিবস ও পুনরুত্থান এবং ৬. ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায় ঈমানের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমামগণের বিভিন্নধর্মী সংজ্ঞা পরিলক্ষিত হয়। সেগুলো হলোঃ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেছেন, 'আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতিই হলো ঈমান'। ইমাম গাজালী (রহ.) বলেছেন, 'রাসূল (সা.)-এর আনীত সকল বিধি-বিধানসহ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই হচ্ছে ঈমান'। ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর-মতে, অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং আরকানসমূহ (ইসলামের বিধি-বিধান) কাজে পরিণত করার নাম ঈমান। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝

'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবনে রয়েছে উত্তম (অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়) আদর্শ।' (সূরা আহজাব, আয়াত-২১)

আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি ঈমান গ্রহণের পরিপূর্ণ স্বাদ সবার ভাগ্যে জুটে না। ইসলামের ইতিহাসে যার বহু প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে ইতিহাস আকারে তা তুলে ধরেছেন, হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র কেনআনের ঈমান লাভের সৌভাগ্য হয়নি অথচ আল্লাহ তা'য়ালা নূহ আলাইহিস সালামের মাধ্যমে মানুষের জন্য নতুন পৃথিবী উপহার দিয়েছেন। হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পিতা 'আজর' ঈমান লাভ করতে পারেনি, সে ছিল মূর্তি প্রস্তুতকারক। হযরত লূত (আ.) আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় পয়গাম্বর ছিলেন। তিনি মানুষকে তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন অথচ তিনি তাঁর স্ত্রীকেই তাওহিদের অনুসারি করতে সক্ষম হননি। বিশেষ করে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন চাচা আবু তালেব, যার

www.nagorikpathagar.org

কাছে থেকে তিনি বড় হয়েছেন। তাঁর কঠিন দুর্দিনেও তিনি ছায়ার মতো করে শত্রুর আক্রমণ থেকে হিফাজতে অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেননি।

তাছাড়া তাঁর চাচা আবু জাহেল, আবু লাহাবসহ তাঁর গোত্রের অনেকেই বিশ্বনবীর সান্নিধ্য লাভ করেও ঈমান গ্রহণ থেকে ছিল বঞ্চিত। তাদের ঈমানের নিয়ামত নসিব হয়নি। অথচ হাবশি ক্রীতদাস হযরত বেলাল (রা.), বয়োবৃদ্ধ হযরত সালমান ফারসি (রা.)-সহ প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামগণ দূর-দূরান্ত থেকে এসে প্রিয়নবীর হাতে হাত রেখে ঈমানের অফুরন্ত নিয়ামত ও অমীয় সুধা পান করে জীবনকে ধন্য করেছেন, যা আল্লাহ তা'য়ালার একান্ত বরকত ও রহমত। নবীজী (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে ঈমানের ওপর অবিচল থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ আস সাকাফি (রা.) বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলুন যে আমাকে এ সম্পর্কে 'আপনার পরে' অন্য কারো কাছে জিজ্ঞেস করতে না হয়। আবু উসামার হাদীসে রয়েছে, আপনি ছাড়া আর কাউকে জিজ্ঞেস করব না। তিনি বলেন, 'বলো আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম', অতঃপর এর ওপর অবিচল থাকো। ' (মুসলিম, হাদীস নং-৬৪)

৪. আল্লাহ ও বান্দার হক বা ঋণ

হক আরবি শব্দ; অর্থ হলো অধিকার, দাবি, পাওনা। ইসলামে হককে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ। হাক্কুল্লাহ হলো মহান আল্লাহর হক এবং হাক্কুল ইবাদ হলো বান্দার হক। আল কুরআনে রব শব্দটি এসেছে ১৫২ বার। কুরআনের মূল বিষয় হল 'ইবাদত', যা থেকে সৃষ্ট 'আব্দ'। আর যে ব্যক্তি ইবাদত করেন, তিনি 'আবিদ'। 'ইবাদত' শব্দটি কুরআনে এসেছে ১৯ বার আর 'আবদ্' ও 'আবিদ' কথা দুটি এসেছে ১৫২ বার করে, যার সব ক'টিই ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। 'আল্লাহ' নামটি উল্লেখ করা হয়েছে ১৩৩ বার। এটিও ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। হে বিস্ময়কর মহান স্রষ্টা আল্লাহ আপনি কত মহান! মানুষের উপরে যেমন আল্লাহর হক রয়েছে তেমনি আল্লাহর উপরও মানুষের হক বা অধিকার রয়েছে। এ অধিকারের

www.nagorikpathagar.org

বিষয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালন করা বান্দার একান্ত কাজ। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে তার নির্দেশ মতো কাজ করার কথা বলেছেন। এ নির্দেশ মোতাবেক কাজ করার নামই ইবাদত। তা হতে পারে পরিবার প্রতিপালন, সামাজিক কাজ, রাষ্ট্রীয় কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি কিংবা ব্যক্তিগত যে কোনো কাজ। এমন কোনো কাজ নেই, যে কাজের ব্যাপারে মহান আল্লাহর বিধি-নিষেধ নেই।

সুতরাং আল্লাহর হুকুম মোতাবেক কাজ করাই বান্দার দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর বান্দার উপর মহান আল্লাহর অধিকারও এটি। এরমধ্যে বান্দার প্রতি সবচেয়ে বড় নির্দেশ হচ্ছে-তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করা যাবে না। তার নাফরমানি ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং আল কুরআন ও আল হাদীসের আলোকে আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াতের বিধি বিধান যথাযথ ভাবে পালন করা। অপারগতা ও অজ্ঞতা এবং চরম অবহেলা ও বাড়াবাড়ির কারণে আল্লাহর সঙ্গে বান্দা অপরাধ করতে পারে। এ কারণে যদি আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাকে আজাব বা শাস্তি দেন, তাহলে সেটা বান্দার উপর জুলুম হবে না। পক্ষান্তরে দয়ালু আল্লাহ তা'য়ালা যদি কোনো বান্দাকে ক্ষমা করে দিতে চান তবে কেউ তাতে বাঁধাও দিতে পারবে না। হাদীসে প্রিয় নবী (সা.) আল্লাহর হক বা অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা তুলে ধরেছেন- হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি বিশ্বনবীর পেছনে 'উফায়ের' নামক গাধার উপর বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন- 'হে মুয়াজ! তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর হক এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কী? মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশি জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো- একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো- যে তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করে না, তাকে শাস্তি না দেয়া। হযরত মুয়াজ (রা.) বলেন, 'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! এ ব্যাপারে মানুষকে সুসংবাদ প্রদান করি? তিনি (রাসূল সা:) বলেন- তাদের (এ) সুসংবাদ দিও না; কারণ তারা হাত-পা গুটিয়ে পরনির্ভরশীল হয়ে কাজ-কর্ম ও ইবাদাত করা ছেড়ে বসে থাকবে-বুখারি ও মুসলিম। এ হাদীসে মানুষকে সব কাজে মহান আল্লাহর বিধান মেনে চলার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যারা আল্লাহর বিধান

www.nagorikpathagar.org

মোতাবেক ব্যক্তি, পরিবার, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা করবে। সব কাজে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করবে, তারাই আল্লাহর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকবে এবং দুনিয়া ও পরকালের সব সুখ-শান্তি ও নেয়ামত তাদের জন্য নির্ধারিত।

৫. নামাজের হক বা ঋণ

ইসলামের প্রতিটি বিধান ও আমলের মাঝেই যৌক্তিকতা ও সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে। ইসলামে এমন কোনো আমল নেই যা মুসলমানের জন্য পালন করা কষ্টকর। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে নামাজ ও রোজা ধনী-দরিদ্র সবার জন্যই ফরজ। তবে হজ এবং জাকাতের বিধান শুধু ধনী ব্যক্তিদের জন্য ফরজ করা হয়েছে। শারীরিক অসুস্থতাসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফরজ রোজা ভঙ্গ করার হুকুম রয়েছে এবং পরে তা আদায় করে নেওয়া যায়। রোজা ভঙ্গের পর কাফ্ফারা আদায় করতে পারবেন এ বিধানও ইসলামে রয়েছে। আল কুরআনে নামাজের কথা ৮২ বার এসেছে। তবে নামাজের ক্ষেত্রে কাজা করার হুকুম শুধু বিশেষ ক্ষেত্রেই দেয়া হয়েছে এবং নামাজের কোনো কাফ্ফারা বা বদলা হয় না। যদি কোনো ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে না পারেন; তিনি যেন বসে নামাজ আদায় করে নেন। যদি কারও বসে নামাজ আদায় করতে কষ্ট হয়ে পড়ে তারপরও তিনি যেন শুয়ে নামাজ আদায় করে নেন। এমনকি চোখের ইশারায় নামাজ আদায় করতে বলা হয়েছে। দেহে জ্ঞান থাকা পর্যন্ত কোনো অবস্থায়ই কোনো ব্যক্তির জন্য নামাজ বাদ দেয়ার বিধান নেই। ইসলাম সুস্থ ব্যক্তির জন্য যেমন নামাজের নিয়ম ঠিক করে দিয়েছে ঠিক তেমনিভাবে অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের ব্যাপারেও কিছু নিয়ম-নীতি ঠিক করে দিয়েছে। ইসলামে নামাজ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল যা পৃথিবীর সব মুসলমানের জন্য ফরজ। প্রতিটি মুমিন মুসলমানের জন্য ঈমান গ্রহণের পর প্রথম এবং প্রধান ইবাদত নামাজ। নামাজের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী যথাসময়ে নামাজ আদায় করাও জরুরি। কেননা, পরকালে সব মুসলমানের কাছে প্রথম নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে।

যে ব্যক্তির নামাজের হিসাব দিতে সহজ হবে, তার পরবর্তী সব হিসাব সহজ হয়ে যাবে। নামাজ আদায়ের সময় অবশ্যই গুরুত্বসহকারে আদায়

www.nagorikpathagar.org

করতে হবে। নামাজ আদায়ে দায়সারা ভাব দেখানো মোটেই উচিত নয়। নামাজের সব বিধান মেনে সঠিকভাবে নামাজ আদায় করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি ধ্যান রেখে ভয়ভীতি ও পরিপূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে নামাজ আদায়ের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ○ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ○

'সেসব মুমিনরা সফলকাম, যারা তাদের নামাজে বিনয়াবনত থাকে।' (সূরা মুমিনুন, আয়াত ১-২)

সঠিকভাবে নামাজ আদায় ও মনোযোগ ধরে রাখার ব্যাপারে এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে জনৈক ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত উপদেশ কামনা করলে তিনি তাকে বলেন, 'যখন তুমি নামাজে দন্ডায়মান হবে তখন এমনভাবে নামাজ আদায় করো, যেন এটিই তোমার জীবনের শেষ নামাজ।' (ইবনে মাজাহ, মিশকাত, হাদীস নং- ৫২২৬)

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন, যেন আপনি তাকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাকে দেখতে না পান তবে (বিশ্বাস রাখবেন যে) তিনি অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে দেখছেন।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

বলুন, 'নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি গোটা সৃষ্টি জগতের রব'। (সূরা আল আনআম, আয়াত-১৬২)

অন্য হাদীসে এসেছে-হযরত উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাতে ও দিনে ১২ রাকাত সুন্নাত নামাজ আদায় করে; আল্লাহ তা'য়ালা (এ নামাজের) বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। হযরত উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা (নামাজগুলোর বিবরণ দিয়ে) বলেন যে, এ হাদীস শোনার পর থেকে কখনো আমি এ নামাজগুলো পরিত্যাগ করিনি। (মুসলিম)

www.nagorikpathagar.org

নামাজগুলো হলো-ফজরের ফরজের আগে ২ রাকাআত সুন্নাত নামাজ, জোহরের ফরজের আগে ৪ রাকাআত এবং পরে ২ রাকাআত সুন্নাত নামাজ, মাগরিবের ফরজের পরে ২ রাকাআত সুন্নাত এবং ইশার ফরজের পরে দুই রাকাআত সুন্নাত নামাজ। এ নামাজগুলো প্রতি ওয়াক্তে আদায় করা সবার জন্য এতই সহজ যে তা আদায়ে আলাদা কোনো কষ্ট করার প্রয়োজন হয় না। কেননা নির্ধারিত নামাজের ওয়াক্তের আগে ও পরে তা আদায় করা যায়। সুতরাং মানুষের উচিত, প্রতিদিন কমপক্ষে ৪ রাকাত চাশতের নামাজ পড়া। যার মাধ্যম্যে মানুষের শরীরের অসংখ্য জোড়া ও শিরা-উপশিরার হক আদায় হয়। প্রতি ওয়াক্তের সঙ্গে সুন্নাত নামাজগুলো যথাযথভাবে আদায় করা।

৬. রোজার হক বা ঋণ

রমজান শব্দের অর্থ দহন করা। মুসলমানদের পাপ-পঙ্কিলতা জ্বালাইয়া-পোড়াইয়া দিতে আগমন ঘটে মাহে রমজানের। আরবি সিয়াম শব্দটি 'সাওম' শব্দের বহুবচন। অর্থ রোজাসমূহ। রোজা শব্দটি উর্দু ও ফারসি। সুবেহ সাদিক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও কামাচার হইতে বিরত থাকার নামই সাওম বা রোজা। ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি-ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত। পরের দুইটির সাথে আর্থিক বিষয় সংশ্লিষ্ট বিধায় তা শুধু ধনবান ও সামর্থ্যবান মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। আল কুরআনে সিয়াম শব্দটি ৯ বার ৭টি আয়াতে এসেছে। একজন গরিব মুসলমান ঈমান, নামাজ ও রোজার হক আদায়ের মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালে কামিয়াব হইতে পারেন। তাহার উপর আর্থিক কোনো দায়বদ্ধতা নাই। রোজা ইসলামের এক অনন্য ইবাদত। কেননা, রোজা কেবল আল্লাহর জন্যই এবং আল্লাহ নিজেই ইহার প্রতিদান দিবেন। আল্লাহকে হাজির-নাজির জানিবার কারণে রোজাদারগণ সংগোপনেও পানাহার করেন না। কেহ গায়ে পড়িয়া ঝগড়াবিবাদ করিতে আসিলেও তিনি নির্লিপ্ত থাকিয়া বলেন, 'আমি রোজাদার'।

আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনুল কারিমে বলেছেন,

www.nagorikpathagar.org

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○

'হে ঈমানদার বান্দাগণ, নিশ্চয়ই তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হইয়াছে। যেমনটি ফরজ করা হইয়াছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাহাতে তোমরা খোদাভীতি অর্জন করিতে পারো (সূরা আল বাকারা, আয়াত-১৮৩)

রোজা আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর আমল হইতেই প্রত্যেক নবী-রাসুলের জমানায় ফরজ ছিল। পার্থক্য ছিল শুধু রোজা রাখিবার সংখ্যা ও সময়কালের মধ্যে।

মাহে রমজান হইল মুমিন মুসলমানদের প্রশিক্ষণের মাস। এই প্রশিক্ষণের প্রতিফলন বাকি ১১টি মাসে থাকা প্রয়োজন। যদি আমরা রোজার হক আদায় না করি এবং রোজার মাধ্যমে পরহেজগার ও মুত্তাকি হতে না পারি, তবে উপবাস থাকার কোন মূল্য নাই। এই জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এই পানাহার পরিত্যাগ করা আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নাই' (বুখারি, হাদীস নং-১৯০৩)।

রোজা হলো ঢালস্বরূপ। রোজা মানুষকে অন্যায়-অপকর্ম ও যাবতীয় পাপাচার হতে নিজেকে রক্ষা করতে ঢালের মত কাজ করে। মুক্ত রাখে পরকালে জাহান্নামের আগুন হতে। তবে রোজার মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জন।

এই জন্য রোজার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হইল মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তাহার ভিতরের ফেরেশতাসুলভ বৈশিষ্ট্য জাগ্রত করা। আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন করা।

রোজা মানুষকে যাবতীয় অবাঞ্ছিত কাজ থেকে বিরত থাকতে অভ্যস্ত করে তোলে। ক্ষুধার অনুভূতি ধনীর অন্তরে দরিদ্রের জন্য সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে এবং দরিদ্রকে সাহায্য করার মানসিকতা সৃষ্টি করে।

www.nagorikpathagar.org

৭. জাকাত আদায়ের হক বা ঋণ

ইসলামের মৌলিক পাঁচটি ভিত্তির মধ্যে অন্যতম জাকাত ও হজ। এই দুটি ইবাদতই আর্থিক বিষয় সংশ্লিষ্ট ইবাদত।

জাকাত সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন–

وَمَا اٰتَيْتُم مِّن زَكٰوةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ○

এবং তোমরা আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির জন্য জাকাত আদায় করো। অতঃপর তিনি তা দ্বিগুণ করে দেবেন। (সূরা রুম, আয়াত-৩৯)

দ্বিতীয় হিজরীতে মদীনায় জাকাত ফরজ হয়। রমজানের সঙ্গে জাকাতের সম্পর্ক সুনিবিড়। জাকাত মানে যেমন পবিত্রতা, তেমনি রমজান মানে হলো আগুনে পুড়ে সোনা খাদমুক্ত বা খাঁটি করা। জাকাতের আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। জাকাত যেহেতু অর্থ সম্পদকে পুঁজিবাদের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে, মানুষের মন-মস্তিষ্ককে গর্ব-অহংকার, লোভ-লালসা ও কৃপণতার মলিনতা থেকে পরিচ্ছন্নতা রাখে। নিজের উপার্জিত সম্পদে সমাজের অবহেলিত শ্রেণির দাবি-দাওয়া পূরণে উৎসাহ জোগায় এ জন্য ইসলামের এ তৃতীয় স্তম্ভের নামকরণ হয় জাকাত। শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদ মুসলমান গরিবকে আল্লাহর ওয়াস্তে পুরোপুরি মালিক বানিয়ে দেয়াকে জাকাত বলে। শরিয়তের পরিভাষায় জাকাত হচ্ছে একটি আর্থিক ইবাদত। নিজের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ গরিব মিসকিন ও অভাবী লোকদের মধ্যে বণ্টন করাকে জাকাত বলা হয়। এটি নামাজ রোজার মতোই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

জাকাত মানে প্রবৃদ্ধি আর রমজানে প্রতি ইবাদতের সওয়াব আল্লাহ তা'য়ালা ৭০ গুণ বৃদ্ধি করে দেন। জাকাত প্রদান করতে গিয়ে আত্মপ্রচারণা ঠিক নয়। ব্যানার ঝুলিয়ে, সাইনবোর্ড লাগিয়ে, মাইকিং করে জাকাত প্রদান করা মোটেই সুন্নাতসম্মত নয়। স্বল্পমূল্যের শাড়ি ও লুঙ্গি দ্বারা জাকাত দেয়া তাকওয়ার প্রকাশ নয়। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

www.nagorikpathagar.org

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ○

'তোমরা কখনো প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তা ব্যয় করবে যা তোমরা ভালোবাস। তোমরা যেকোনো বস্তুই ব্যয় করো, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা সে বিষয়ে অবগত।' (সূরা আল ইমরান, আয়াত- ৯২)।

হজ আদায় করার হক বা ঋণ

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম ইবাদত হজ্ব। আরবি হজ শব্দের অর্থ সংকল্প করা বা ইচ্ছা করা। কুরআনুল কারিমে ১০২ বার হজ শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। হজ আর্থিক এবং শারীরিক ইবাদত। তাই আল্লাহ তা'য়ালা আর্থিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরিপূর্ণভাবে হজ সম্পাদন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ ফরজ হজের উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা। হজব্রত পালনের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ○

"তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ, ওমরাহ পূর্ণ করো।" (সূরা বাকারা, আয়াত- ১৯৬)

উপরোক্ত আয়াতে হজ ও ওমরাহ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে। এ কথার গভীর তাৎপর্য রয়েছে। ইসলামের সকল ইবাদতের দু'টি প্রধান দিক। একটি হলো এক স্রষ্টায় দৃঢ় বিশ্বাস ও তাঁর প্রতি নিশংসয় আনুগত্য। দ্বিতীয়টি হলো মহান স্রষ্টার হুকুম-আহকাম বা আদেশ-নির্দেশানুযায়ী একমাত্র তাঁকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে যা কিছু করা হয়, ইসলামে তাই ইবাদত হিসেবে গণ্য। এ দু'টি মূল লক্ষ্য ও তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ এবং এর কোনোটিই বাহ্যিকভাবে দৃশ্যমান বা অনুভবযোগ্য নয়। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস কার কতটুকু তা একমাত্র আল্লাহই অবগত, অন্য কারো পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। কোন্ কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, কোন্

www.nagorikpathagar.org

কাজ ভিন্ন উদ্দেশ্যে বা লোক দেখানোর জন্য, সেটাও একমাত্র আল্লাহই অবগত। অন্য কারো পক্ষে তা জানা-বোঝা বা উপলব্ধি করা কখনো সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে এটা সুস্পষ্ট যে, ইসলামে ইবাদতের প্রধান তাৎপর্য স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার একান্ত নিবিড় সম্পর্ক। এখানে অন্য কোনো মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থা নেই। উপরোক্ত আয়াতেও হজ ও ওমরাহ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পালনের নির্দেশ রয়েছে। বান্দার নিয়ত কতটা সহীহ্ তার উপর ইবাদত কবুল হওয়া নির্ভর করে। হজ এবং ওমরাহ দুনিয়ার কোনো স্বার্থ, লোভ-লালসা, মর্যাদা বা খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে করলে আল্লাহর দরবারে তা কবুল হবে না, তা হতে হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। আত্ম-বিশ্লেষণের দ্বারা ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যাতে সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব হয়, সে ব্যাপারে সবার সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়। হজ ও ওমরাহ করার বিধিবিধান সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ○

"হজ হয় সুবিদিত মাসে। অতঃপর যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তার জন্য হজের সময়ে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয়। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করো, তবে (তাকওয়াই) আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তোমরা আমাকে ভয় করো।" (সূরা বাকারা, আয়াত-১৯৭)

৮. নিজের শরীরের বা অঙ্গসমূহের হক

রোগব্যাধির কারণে শরীরের অঙ্গসমূহ পার্থিব জগতে মানুষের দেহকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলে। তাই প্রতি মুহূর্তে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রোগব্যাধি থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা থাকে সবার। রোগব্যাধির থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হলো দেহের

www.nagorikpathagar.org

অঙ্গগুলোকে পাপাচার থেকে মুক্ত রাখা। কারণ পরকালে এই অঙ্গগুলোই দেহের সকল অপকর্মের কথা প্রকাশ করে মানুষকে জাহান্নামে ঠেলে দেবে। এজন্য সব ধরনের অপকর্ম ও পাপাচার থেকে মুক্ত থাকা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'য়ালা বিচার দিবসে দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গকে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝

যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৩৬)

আল্লাহ মানুষকে বিশেষ সম্মান দিয়ে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহসৃষ্ট মানবদেহ আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া একটি আমানত। তাই এর ঋণ বা হক ও অধিকার আদায় করা বান্দার জন্য জরুরি। হযরত ওয়াহাব ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয় তোমার ওপর তোমার শরীরের হক আছে।' (বুখারি: ৫৭০৩; তিরমিজি: হাদীস নং-২৩৫০)

যে মুসলমানের হাত ও মুখ দ্বারা অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে সেই প্রকৃত মুসলমান। শরীরকে সুস্থ-সবল রাখা, অতিরিক্ত কষ্ট না দেয়া, প্রয়োজনে বিশ্রাম দেয়া, পরিমিত খাবার খাওয়া, অসুস্থ হলে চিকিৎসা করা– এসব শরীরের হক। মানুষ যখন শরীরের প্রতি যত্নবান হবে তখন ইবাদত-বন্দেগি করা অনেক সহজ হবে। ইবাদতের জন্য শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োজন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'দুর্বল মুমিনের তুলনায় সবল মুমিন অধিক কল্যাণকর এবং আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। তবে উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। আর যা তোমাকে উপকৃত করবে, সেটিই কামনা কর।' (মুসলিম হাদীস নং-২৬৬৪)

মানবদেহ অসংখ্য জোড়া আর শিরা-উপশিরায় সৃষ্টি। মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে এসব জোড়া ও শিরা-উপশিরার কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করতে

www.nagorikpathagar.org

হয়। এক একটি ভালো কাজে এক একটি জোড়ার হক আদায় হয়। কিন্তু শরীরের পুরো হক আদায়ে আছে ছোট্ট একটি আমল। আমল যত ছোটই হোক আল্লাহ তা'য়ালার কাছে রয়েছে এর বড় বিনিময়। তাই কোনো আমলকেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। এ আমলটি যদি হয় নামাজ; তবে এর মর্যাদা আরো বেশি। হাদীসের দিকনির্দেশনায় এটি প্রমাণিত। তাহলো-'যদি কোনো মানুষ কমপক্ষে ৪ রাকাত চাশতের নামাজ আদায় করে তবে তার শরীরের (সব জোড়া/শিরা-উপশিরার) যাবতীয় নেয়ামতের হক আদায় হয়ে যাবে।' এ রকম ছোট ছোট অনেক আমল রয়েছে যা পালনে সহজ কিন্তু উপকারিতা বিশাল। এ রকম অনেক সহজ আমল ঘোষণা দিয়েছেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মানুষের শরীরে প্রতিটি অঙ্গের জোড়া বা সংযোগ আছে। যেমন, হাত, পা, চোখ, নাক, কান ইত্যাদি। এমন প্রতিটি অঙ্গের উপর প্রতিদিন সদকা ওয়াজিব হয়। হাতের সদকা, পায়ের সদকা, মুখের সদকা, জিহবার সদকা। এসব সদকা প্রতিদিন প্রতিটি মোমেনের উপর ওয়াজিব। জাকাত, ফিতরা, কোরবানী ইত্যাদি আর্থিক সদকা ফরয হয় বৎসরে একবার- কিন্তু শরীরের প্রতিটি জোড়ার উপর সদকা ওয়াজিব হয় প্রতিদিন। শরীরের ৩৬০ অঙ্গের মধ্যে ৩টি অঙ্গ অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং সব জোড়ার মূল। এগুলো হলো হাত, মুখ ও পা। অন্যান্য অঙ্গ এই ৩টির সাহায্যকারী। মানুষের সাথে ভালকথা বলা মুখের সদকা। হাতের দ্বারা কারো সাহায্য করা হাতের সদকা। পায়ের দ্বারা হেঁটে মসজিদে যাওয়া, ওয়াজে, যিকিরের মাহফিলে, মযলুমের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া পায়ের এক একটি সদকা। মুখের কথার দ্বারা দু'জনের মধ্যে সমঝোতা বা মিল করে দেয়া, দু'জনের বিবাদে ইনসাফ করে দেয়াও সদকা। শরীরের সুস্থতা ও সক্ষমতা এমন এক নেয়ামত যা বিশেষভাবে কদর করতে বলা হয়েছে হাদীসে।

দুই অঙ্গের ব্যাপারে মহানবীর সতর্কতা

মানুষের কিছু কিছু অঙ্গ এমন যে এগুলো মানুষের জান্নাত কিংবা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে। যদি কেউ এই অঙ্গের সঠিক ব্যবহার করে তাহলে এই অঙ্গগুলো তাদের জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হবে, আর যদি কেউ

www.nagorikpathagar.org

এই অঙ্গগুলো গুনাহের কাজে ব্যবহার করে, তবে এই অঙ্গগুলো তাদের জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে দুটি এমন আছে, যেগুলো মানুষের জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে প্রশ্ন করা হলো, কোন কর্মটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে? তিনি বলেন, আল্লাহভীতি, সদাচার ও উত্তম চরিত্র। আবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, কোন কাজটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে? তিনি বলেন, মুখ ও লজ্জাস্থান। (তিরমিজি, হাদীস নং-২০০৪)

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, সাহাল ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মাঝের বস্তু (জিহ্বা) এবং দুই উরুর মাঝখানের বস্তুর (লজ্জাস্থান) জামানত আমাকে দেবে, আমি তার জান্নাতের জিম্মাদার। (বুখারি, হাদীস নং-৬৪৭৪)

৯. পারিবারিক হক বা ঋণ

দাম্পত্যজীবনের মধ্যদিয়ে মানুষের পারিবারিক জীবন শুরু হয়। নারী-পুরুষের বিবাহ বন্ধন থেকেই পরিবারের উৎপত্তি। মানুষের এ পরিবার ও পারিবারিক জীবন হচ্ছে সমাজ জীবনের মূলভিত্তি। পবিত্র কুরআন নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রদান করেছে। তাই সমগ্র গ্রন্থে 'নারী' ও 'পুরুষ' শব্দ দুটি এসেছে ২৩ বার করে। এখানে বিশেষভাবে বলা যায়, মানবদেহের ক্রমোজমের মোট সংখ্যা ৪৬টি। এর ২৩টি এসেছে মায়ের থেকে এবং ২৩টি বাবার থেকে। 'মানুষ' শব্দ ব্যবহার হয়েছে ৬৫ বার। এরপর মানুষের গঠনের বিশ্লেষণমূলক সংখ্যাগুলোর যোগফল বর্ণিত হয়েছে মোট ১৭ বার, শুক্রাণু ফোঁটা ১২ বার, ভ্রূণ ৬ বার, অর্ধগঠিত হাড় ১৫ বার এবং মাংস ১২ বার। আর এর সবক'টির যোগফল হল ৬৫। কী বিস্ময়কর ব্যাপার আল্লাহু আকবর। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মহাপরিকল্পনায় বাবা আদম (আ.) ও মা হাওয়া (আ.) দুনিয়াতে এলেন। তাঁদের ঔরসজাত সন্তানেরাই পৃথিবী সাজিয়েছে। আর সে সময় থেকে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে এই বিবাহবন্ধন ও দাম্পত্যবিধান বা পারিবারিক জীবন।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ○

তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকে বানিয়েছেন তার সঙ্গিনীকে, যাতে সে তার নিকট প্রশান্তি লাভ করে। অতঃপর যখন সে তার সঙ্গিনীর সাথে মিলিত হল, তখন সে হালকা গর্ভ ধারণ করল এবং তা নিয়ে চলাফেরা করতে থাকল। অতঃপর যখন সে ভারী হল, তখন উভয়ে তাদের রব আল্লাহকে ডাকল, 'যদি আপনি আমাদেরকে সুসন্তান দান করেন তবে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব'। (সূরা আরাফ, আয়াত-১৮৯)

পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন কিংবা পরিবারের ব্যয়ভার বহন, ভরণ-পোষণ দেয়া বাধ্যতামূল। ইসলামে পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা ওয়াজিব। আবার সাদাক হিসেবেও লিখা হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেরা বাঁচ এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর।'

পরিবারের ভেতর স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন অথচ সমান দায়িত্ব রয়েছে। কাজেই উভয়েই যেন পরস্পরকে তাদের দায়িত্ব পালনে সাহায্য করে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

তারা তোমাদের জন্য পোশাক (স্বরূপ) এবং তোমরা তাদের পোশাক (স্বরূপ) (সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৭)।

www.nagorikpathagar.org

সন্তানের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য বা ঋণ

মাতা পিতার কাছে সন্তানের প্রথম দাবি হল সন্তানকে মাতা পিতা নিজের উপর বোঝা মনে করবে না। আরাম-আয়েশ সুখ-সম্ভোগের পথে সন্তানকে অন্তরায় মনে করবে না। বরং সন্তান যে আল্লাহ তা'য়ালার অমূল্য নেয়ামত একথা মাতা-পিতা স্মরণে রাখবেন। মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে আম্মু আব্বু ডাক শোনার সৌভাগ্য সবার হয়না। আল্লাহ অসীম অনুগ্রহ করে সন্তান দান করে থাকেন। আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে সন্তান পুরস্কার হিসেবে, আমানত হিসেবে, নেয়ামত হিসেবে আসে। সুতরাং সন্তানের মূল্য মাতা পিতাকে অনুধাবন করতে হবে। মাতা-পিতার মনে রাখতে হবে সন্তান আল্লাহর অমূল্য নেয়ামত। সন্তান পৃথিবীতে আপনার মান-সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে আপনার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম নীতি ও আদর্শকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সন্তান মানুষের জন্য মূল্যবান সম্পদ ও দুনিয়ার সৌন্দর্য স্বরূপ। এই অমূল্য সম্পদকে যেভাবে প্রতিপালন করা হবে ঠিক সেভাবেই গড়ে উঠবে। তাদের ইসলামী আদর্শে গড়ে তুললে তারা দুনিয়াতে যেমন উপকারে আসবে তেমনি পিতামাতার জন্য তারা পরকালে মুক্তির কারণ হবে।

জনৈক ব্যক্তিকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন করা হলে সে অবাক হয়ে বলবে, এমন মর্যাদা কোন আমলের বিনিময়ে পেলাম? আমিতো এতো সৎআমল করিনি। বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্তানের প্রার্থনার কারণেই তোমাকে এ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। (মুসনাদে আহমদ, হদীস নং-১০৬১৮, ইবনু মাজাহ হাদীস নং-৩৬৬০)

হাদীসে এসেছে সন্তান পিতা মাতার জন্য সাদকায়ে জারিয়া। মুসলমানের মৃত্যুর পর তার আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিন ধরনের আমল ছাড়া: ১. সাদকায়ে জারিয়া ২. উত্তম জ্ঞান, যার মাধ্যমে মানবজাতি উপকৃত হয়। আর ৩. উত্তম সন্তান (নেকার সন্তান) যে মৃত্যুর পর তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। (মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ)

তাই নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি সন্তানদেরকেও বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। ইসলামে সন্তানের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক বা অধিকার। এই হক

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের বিধান মতো আদায় না করার পরিণাম হবে সন্তান পিতা মাতাকে টেনে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। সন্তানের ঋণ বা হক আদায় করার মাধ্যমে পরকালে পাপমুক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

সন্তান জন্মের পর কানে আযান ও একামত দেয়া পিতা মাতার উপরে সন্তানের হক। তাহনিক করা; তাহনিক অর্থ খেজুর বা মিষ্টি জাতীয় কিছু চিবিয়ে সন্তানের মুখে দেয়া।

সন্তানের জন্য সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখা পিতা মাতার উপরে সন্তানের হক বা অধিকার। সন্তানের জন্য আকিকা ও সদাকাহ করা। সন্তানের সুন্নাতে খাতনা করানো। সন্তানকে তাওহীদ ও রিসালত শিক্ষা দেয়া। সন্তানকে কুরআনুল কারীম শিক্ষা দেয়া। সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দান।

মাতা-পিতাকে নিজেদের আচার ব্যবহার, চাল-চলন, কথা-বার্তা ইত্যাদির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ, শিশুর জন্য মাতৃক্রোড় পাঠশালাতুল্য। সে মাতা-পিতার অনেক কিছু অনুকরণ ও অনুসরণ করে। সন্তানের সঙ্গে রাগ করা, চেঁচামেচি করা, গালমন্দ করা ইত্যাদি বৈধ নয়। মহানবী (সা.) বালক আবদুল্লাহর সঙ্গে খানা খাওয়ার সময় শিক্ষা দিয়েছেন, হে বালক! বিসমিল্লাহ পড়ো, কাছের থেকে খাও এবং ডান হাতে খাও। ইসলামের মৌলিক ইবাদতে অভ্যস্ত করা। মাতা-পিতার অন্যতম দায়িত্ব হলো সন্তানকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নামাজ, তাহাজ্জুতের নামাজসহ নফল নামাজ, রোজা, নফল রোজা, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির-আজকার, তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদি ইবাদতে অভ্যস্ত করা। তাছাড়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, অপরকে সালাম দেয়া এবং সুন্নত তরিকা মোতাবেক চলার প্রশিক্ষণ দেয়া। মহানবী (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের সন্তানের বয়স সাত বছর হয়, তখন নামাজ পড়ার তাগিদ দাও এবং যখন ১০ বছর বয়সে উপনীত হয় তখন নামাজ পড়ার জন্য শাসন করো। আর তখন তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। (আবু দাউদ, মিশকাত পৃষ্ঠা-৫৮)।

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

www.nagorikpathagar.org

'নিজের পরিবার-পরিজনকে নামাজের আদেশ দাও এবং তাতে অবিচলিত থাকো।' (সূরাঃ ত্বহা, আয়াতঃ ১৩২)

সন্তানের জন্য দোয়া। সন্তানকে আদব-কায়দা ও সুশিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হবে না, তাদের জন্য মহান প্রভুর দরবারে দোয়াও করতে হবে। অনুরূপ সন্তান লাভের জন্য দোয়া করতে হবে। জাকারিয়া (আ.) এভাবে দোয়া করেছেন,

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

'হে আমার রব! আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে সৎ বংশধর দান করুন, অবশ্যই আপনি দোয়া শ্রবণকারী।' (সূরাঃ আলে ইমরান, আয়াতঃ ৩৮)।

বিয়ের ব্যবস্থা করা। সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা মাতা-পিতার অন্যতম দায়িত্ব। মহানবী (সা.) তিনটি কাজ দ্রুত করতে বলেছেন ১. ওয়াক্ত হলে নামাজ পড়া, ২. ছেলে-মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিয়ের ব্যবস্থা করা, ৩. জানাজা উপস্থিত হলে জানাজা পড়া। (তিরমিজি ও মিশকাত)।

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের হক বা ঋণ

হযরত আবি উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, "এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'সন্তানের উপর মাতা পিতার অধিকার কি?' হুজুর (সা.) উত্তর দিলেন, 'তারা তোমাদের জান্নাত, আবার তারাই তোমাদের জাহান্নাম।' (ইবনে মাজা, যাদে রাহ হাদীস নং-৬০)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসটির মানে হচ্ছে, যদি তোমরা মাতা-পিতার হক আদায় করো, তাঁদের সেবা করো তবে তোমরা জান্নাতের হকদার হবে। আর যদি তোমরা তাঁদের প্রাপ্য অধিকার না দাও, তাঁদের সেবাযত্ন না করো তবে জাহান্নামই হবে তোমাদের ঠিকানা। কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায়, পিতা অপেক্ষা মায়ের দরজা বড়। পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দানের সাথে সাথে কুরআনে গর্ভাবস্থায় মায়ের কষ্ট, তারপর দুগ্ধ-

www.nagorikpathagar.org

দান ও লালন-পালনে মায়ের যে কঠোর পরিশ্রম ও দুঃখ মসীবত সহ্য করতে হয় সে সবের উল্লেখ করা হয়েছে। নিচের হাদীসটিতেও মায়ের বিরাট হকের কথা বলা হয়েছে। এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.) কাছে জানতে চাইলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি আমার মাকে ইয়ামেন থেকে পিঠে বহন করে এনে হজ্জ্ব করিয়েছি, তাঁকে আপন পিঠে করে নিয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছি, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সায়ী করেছি, তাঁকে আরাফাতে নিয়ে গিয়েছি, আবার সেই অবস্থায় তাঁকে নিয়ে মুযদালেফায় এসেছি, মিনাতে কংকর নিক্ষেপ করেছি। তিনি যারপরনাই বৃদ্ধা, চলার শক্তি একেবারেই নেই । তাকে পিঠে নিয়েই আমি এ সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করেছি। তাঁর হক কি আমি আদায় করতে পেরেছি?' হুজুর (সা.) উত্তরে বললেন, 'না, তাঁর হক আদায় হয়নি! লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?' রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'কারণ তোমার মা শৈশবে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট তোমার জন্য সহ্য করেছেন এই আশা নিয়ে, তুমি বেঁচে থাকবে। আর তুমি তোমার মায়ের জন্য যা করেছো তা এই আশংকা নিয়েই করেছো যে, তিনি মারা যাবেন!

আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি আপনার দায়িত্বের পরই আপনার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে আপনার পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব। তাদের যথাযথ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও দয়ার সাথে দেখাশোনা করা আপনার অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوٰلِدَيْنِ اِحْسٰنًا ۚ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ○

তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক ভাবে (তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে) কথা বলবে (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-২৩)

www.nagorikpathagar.org

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর আপনি তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করবেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ○

আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, 'হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন'। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-২৪)

এছাড়া সূরা লোকমানের ১৪ ও ১৫নং আয়াতে পিতা মাতার সাথে সুন্দর আচরণের নির্দেশনা আছে।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব-কর্তব্য বা ঋণ

১. হাসিমুখে থাকা ও উত্তম কথা বলা। হাসিমুখে থাকা সাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত। তাই গোমড়ামুখে থাকা সমীচীন নয়। আর উত্তম কথা বলাও সাদাক্বা। এজন্য স্ত্রীর সাথে সর্বদা উত্তম কথা বলা উচিত। এতে পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। রাসূল (সা.) বলেন, 'ভালো কাজে অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না।'

২. স্ত্রীর সাথে একান্তে বসা ও খোশগল্প করা। অবসরে স্ত্রীর সাথে একান্তে বসে কিছু গল্প-গুজব করা, তার মনের কথা জানা-বুঝা, তার কোন চাহিদা থাকলে তা জেনে নিয়ে পূরণ করা স্বামীর জন্য জরুরি। আয়েশা (রা.) বলেন, 'নবী করীম (সা.) যখন (ফজরের সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন, তখন আমি জাগ্রত হ'লে তিনি আমার সাথে কথা বলতেন। অন্যথা তিনি শয্যাগ্রহণ করতেন এবং ফজরের সালাতের জন্য মুওয়াযযিন না ডাকা পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন'।

৩. বাড়িতে প্রবেশ করে স্ত্রীকে সালাম দেয়া। সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক মহববত বৃদ্ধি পায়। সেজন্য বাড়ি থেকে বের হ'তে ও বাড়িতে প্রবেশকালে বাড়ির অধিবাসী বিশেষত স্ত্রীকে সালাম দিতে হবে। আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) আমাকে বললেন, 'হে

www.nagorikpathagar.org

বৎস! তুমি যখন তোমার পরিবার-পরিজনের নিকটে যাও, তখন সালাম দিও। তাতে তোমার ও তোমার পরিবার-পরিজনের কল্যাণ হবে'।

৫. স্ত্রী অসুস্থ হ'লে তার সেবা-যত্ন করা। স্ত্রী অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত হ'লে সাধ্যমত তার সেবা-শুশ্রূষা করা স্বামীর কর্তব্য। ইবনু ওমর (রা.) বলেন, ওসমান (রা.) বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। কেননা তাঁর স্ত্রী আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর কন্যা অসুস্থ ছিলেন। তখন নবী করীম (সা.) তাঁকে বললেন, 'বদর যুদ্ধে যোগদানকারীর সমপরিমাণ সওয়াব ও (গনীমতের) অংশ তুমি পাবে'।

আয়েশা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) তাঁর কোন এক স্ত্রীর জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান, ডান হাত তাঁর শরীরে বুলিয়ে দেন এবং বলেন, 'হে আল্লাহ! মানুষের রব, রোগ দূর করে দাও, তাকে আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী।

৬. স্ত্রীকে পারিবারিক কাজে সহযোগিতা করা স্বামীর জন্য একান্ত করণীয়। আয়েশা (রা.) বলেন, 'তিনি পরিবারের কাজ করতেন, যখন সালাতের সময় হ'ত তখন তিনি ছালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন'।

৭. স্ত্রীর ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়া ও তার থেকে প্রাপ্ত কষ্টে ধৈর্য ধারণ করা। স্ত্রীদের সাথে ভাল আচরণ করা প্রত্যেক স্বামীর জন্য করণীয়। রাসূল (সা.) বলেন, 'কোন মুমিন পুরুষ যেন কোন মুমিনা নারীকে শত্রু না ভাবে। কারণ নারীর কোন আচরণ অপছন্দ হ'লে কোন আচরণ পছন্দ হবেই'। তিনি আরো বলেন, 'নিশ্চয়ই মহিলাদের সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড্ডি থেকে। যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও তাহ'লে তাকে ভেঙ্গে ফেলবে। সুতরাং তার সাথে উত্তম আচরণ কর ও তার সাথে বসবাস কর'।

৮. স্ত্রীর প্রতি উত্তম ধারণা রাখা। অনেকে স্ত্রীকে অযথা সন্দেহ করে থাকে। ফলে তাদের মাঝে মনোমালিন্য ও ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। তাই সন্দেহ করা ঠিক নয়। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয়ই কোন কোন অনুমান পাপ' (সূরা হুজুরাত, আয়াত-১২)।

www.nagorikpathagar.org

রাসূল (সা.) বলেন, 'তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা ধারণা করা অধিক মিথ্যা কথা'। স্ত্রীদের প্রতি সুধারণা পোষণ করা মুমিনদের জন্য অবশ্য করণীয়।

৯. স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা ও তাকে গুরুত্ব দেয়া। স্বামী বাইরের কাজ করে আর স্ত্রী বাড়ির ভিতরের কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে। তাই পরিবারের যে কোন কাজে তার সাথে পরামর্শ করা ও সঠিক হ'লে সে পরামর্শ মূল্যায়ন করা উচিত। আল্লাহ বলেন, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ 'আর জরুরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর' (সূরা আল ইমরান, আয়াত-১৫৯)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) অহী নাযিলের পরে খাদীজা (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করেন এবং হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে উম্মু সালামা (রা.)-এর পরামর্শ গ্রহণ করেন।

১০. স্ত্রীকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেয়া স্বামীর অন্যতম কর্তব্য। যার মাধ্যমে তাদের উভয়ের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সুন্দর ও কল্যাণময় হবে।

১১. বাড়িতে ব্যতীত অন্যত্র স্ত্রীকে ছেড়ে না রাখা। অনেকে স্ত্রীকে বিভিন্ন কারণে অন্যত্র রাখে। কেউবা স্ত্রীর উপরে রাগ করে তাকে তার পিতার বাড়িতে ফেলে রাখে। এটা উচিত নয়। বরং তাকে শিক্ষার জন্য বিছানা পৃথক করে রাখার প্রয়োজন হ'লে সেটা নিজ বাড়িতেই হ'তে হবে। রাসূল (সা.) বলেন,

وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ,

'আর তাকে বাড়িতে ছাড়া অন্যত্র ত্যাগ করবে না'। অর্থাৎ পৃথক রাখতে হ'লে ঘরের মধ্যেই রাখবে।

১২. স্ত্রীদের বিনা কারণে বা তুচ্ছ কোন ঘটনায় মারধর করা উচিত নয়। বরং তার ত্রুটি বুঝিয়ে দিয়ে তাকে সংশোধনের সুযোগ দিতে হবে। আর মারধর করা রাসূলের আদর্শ নয়। নবী করীম (সা.) কখনো তাঁর স্ত্রীগণকে প্রহার করেননি। আয়েশা (রা.) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ হাতে কোন কিছুকে প্রহার করেননি। না তাঁর কোন স্ত্রীকে, না কোন খাদেমকে'।

www.nagorikpathagar.org

১০. সামাজিক দায়িত্ব বা ঋণ

ইসলাম শান্তি ও সহানুভূতির ধর্ম। পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন এবং সহযোগিতার মনোভাব ইসলামের অন্যতম আদর্শিক বিষয়। এ জীবন শুধু নিজের ভোগ-বিলাসিতার জন্য নয়; বরং গোটা সৃষ্টির উপকার সাধন এবং কল্যাণকামিতা প্রত্যেক মানুষের অন্তরে জাগ্রত থাকবে, এটাই ইসলামের বিধান। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়েই তাকে বাস করতে হয়। সমাজে একে অপরের সহযোগী হয়ে জীবনের পথ চলতে হয়। তাই সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানবতার দ্বীন ইসলাম এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিধি-বিধান বর্ণনা করেছে। ইসলাম যেমনিভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নফল রোজা, যিকির, তাসবীহ-তাহলীলের মত ইবাদতে উৎসাহ দিয়েছে, তেমনি সমাজের মানুষের কল্যাণে কাজ করাকেও ইবাদত হিসাবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু এ সকল সামাজিক কার্যক্রমে অনেক দ্বীনদার মানুষকেও তৎপর দেখা যায় না। নাগরিক অধিকার সুরক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। নাগরিক অধিকার তিন প্রকার সামাজিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার। সামাজিক অধিকারের প্রথম হলো জীবনের নিরাপত্তার অধিকার। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ○

'তোমরা বৈধ কারণ ছাড়া এরূপ কাউকে হত্যা কোরো না, যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন।' (সূরা ইসরা, আয়াত-৩৩)

وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ○

তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা কোরো না, কেননা আমিই তাদের রিজিক দিই এবং বিশেষত তোমাদের রিজিক দান করি, নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা বড় ধরনের অপরাধ।' (সূরা ইসরা, আয়াত-৩১)

www.nagorikpathagar.org

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোর মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। অর্থাৎ সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, তোমরা পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফিরাবে বরং সৎ কাজ হলো, যে ইমান আনবে আল্লাহর উপর, পরকালের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত কিতাব ও নবী-রাসূলগণের উপর। আর সম্পদ ব্যয় করবে তারই মহববতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম মিসকীন, মুসাফির, ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য। আর যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং যারা কৃতপ্রতিজ্ঞা পালনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণকারী; তারাই সত্যাশ্রয়ী এবং তারাই আল্লাহভীরু' (সূরা বাকারা, আয়াত-১৭৭)

অসহায়দের সাহায্য-সহায়তা

সমাজের বিধবা, ইয়াতীম ও দুঃস্থদের সাহায্য-সহযোগিতা করা বড় ইবাদত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বিধবা ও মিসকীনদের সমস্যা সমাধানের জন্য ছুটোছুটি করে সে যেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে লিপ্ত। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় রাসূলুল্লাহ (সা.) একথাও বলেছেন, সে যেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সারা রাত সালাত আদায় করে এবং সারা বছরই সিয়াম পালন করে'।

রোগীর খোঁজ-খবর নেয়া

সমাজের কেউ অসুস্থ হ'লে তার খোঁজ-খবর নেয়া একজন মুসলিমের অন্যতম দায়িত্ব। রুগ্ন ব্যক্তির দেখা-শোনার বিষয়টি ইসলামী শরীয়াত অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর, রুগ্ন ব্যক্তির দেখাশুনা কর এবং বন্দীকে মুক্ত কর'। অন্যত্র তিনি বলেন, 'রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে এবং জানাযার অনুসরণ করবে (কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করবে), তাহ'লে তা তোমাকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে'। এটা বিরাট পূণ্যের কাজও বটে। নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'একজন মুসলিম যখন তার কোন রুগ্ন মুসলমান ভাইকে দেখতে যায় তখন সে যেন জান্নাতের বাগানে ফল আহরণ করতে থাকে, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে'।

www.nagorikpathagar.org

শোকাহতকে সান্ত্বনা প্রদান

সমাজের কোন ব্যক্তি কোন দুর্ঘটনায় পতিত হ'লে তার পাশে দাঁড়ানো, তাকে সান্ত্বনা প্রদান করা ও আশার বাণী শোনানো বিরাট সওয়াবের কাজ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইকে বিপদে সান্ত্বনা প্রদান করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন।

মৃতব্যক্তির পরিবার-পরিজনের জন্য খাদ্য সরবরাহ

কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার পরিবার-পরিজন শোকে মুহ্যমান থাকে। ঐ সময় পাড়া-প্রতিবেশীদের কর্তব্য হলো তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করা। মুতার যুদ্ধে জাফর (রা.) শহীদ হ'লে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদেরকে বলেছিলেন, 'তোমরা জাফরের (রা.) পরিবারের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা কর, কেননা আজ তাদের প্রতি এমন জিনিস বা এমন বিষয় এসেছে, যা তাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে'।

প্রতিবেশীর খবর রাখা ও তার সাথে ভাল ব্যবহার করা

পাড়া-প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেয়া একজন মুসলিমের কর্তব্য। সেক্ষেত্রে সে মুসলিম বা অমুসলিম হোক না কেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝

'আল্লাহর ইবাদত কর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীনদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিকট প্রতিবেশী ও দূর প্রতিবেশী এবং অধীনস্থ দাস-দাসী,

www.nagorikpathagar.org

সহকর্মীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর ’ নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পচন্দ করেন না। (সূরা নিসা, আয়াত-৩৬)।

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন- রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়; আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, যার অন্যায় থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না’। অন্য হাদীসে এসেছে,

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়’।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে পেটপুরে খায়, অথচ তার পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে ঈমানদার নয়। অন্য হাদীসে এসেছে, ‘সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়’। রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘জিবরীল (আ.) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকতেন। এমনকি মনে হ’ত যে, হয়তো তিনি প্রতিবেশীকে সম্পদের অংশীদার বানিয়ে দিবেন’। রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘কিয়ামতের মাঠে প্রথম যে বাদী বিবাদীর বিচার হবে তারা হচ্ছে দুই প্রতিবেশী’।

ইসলাম প্রতিবেশীদের প্রতি কর্তব্য পালনে এবং তাদের খোঁজ-খবর রাখতে মুসলিমকে সদা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। যেমন-রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তুচ্ছ মনে না করে, এমনকি ছাগলের পায়ের ক্ষুর হলেও প্রতিবেশীর নিকট পাঠাবে’। তিনি আরো বলেন, ‘হে আবূ যার! যখন তুমি তরকারী রান্না কর, তখন একটু বেশি পানি দিয়ে ঝোল বেশি করো এবং তোমার প্রতিবেশীর হক্ব পৌঁছে দাও’।

সামাজিকভাবে অসচ্ছল মানুষকে ঋণ প্রদান

সামাজিক ভাবে অসচ্ছল প্রতিবেশীকে ঋণ বা কর্জে হাসানা দেয়া উচিত। কোনো মুসলমান ভাই আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার সাহায্যে এগিয়ে আসা। জীবনে চলতে গিয়ে অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তিতো বটেই,

www.nagorikpathagar.org

এমনকি সচ্ছল ব্যক্তিরও কখনো কখনো ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। এ অবস্থায় যার নিকট ঋণ প্রদানের মত অর্থ থাকবে তার দায়িত্ব হল 'কর্জে হাসানা' বা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করে তার মুসলিম ভাইকে সহায়তা করা। এতে অনেক সওয়াব রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি তার অপর কোন মুসলিম ভাইকে (টাকা-পয়সা) দুইবার ঋণ প্রদান করে তবে তার আমলনামায় এ অর্থ একবার সাদাকা করে দেয়ার সওয়াব লিখা হবে'।

ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার-ফয়সালা করা

সমাজে কোন বিষয়ে কোন বিবাদ দেখা দিলে ন্যায়সঙ্গতভাবে এর সমাধান করা ইসলামের নির্দেশ। এতে সাদাকার সওয়াব পাওয়া যায়। বিবাদ ফায়সালার জন্য আল্লাহর নির্দেশ,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

'নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে' (সূরা হুজরাত, আয়াত-১০)।

অন্যত্র মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে সীমা অতিক্রমকারীর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগেরও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقٰتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِيٓءَ إِلٰى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۝

www.nagorikpathagar.org

'মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; আর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়সালা করে দিবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন' (সূরা হুজুরাত, আয়াত-৯)।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা অন্যতম সামাজিক দায়িত্ব। সম্মিলিতভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে হয়। এতে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হয়। এ ব্যাপারে ইসলামের কঠোর নির্দেশ রয়েছে। সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজের নিষেধ করা সম্পর্কে আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন,

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○

'তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকতে হবে, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। তারাই হবে সফলকাম' (সূরা আল-ইমরান, আয়াত-১০৪)।

এ কাজের প্রশংসা করে মহান আল্লাহ বলেন, 'মুমিন পুরুষ ও নারী তারা পরস্পরের বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী। তারা ভালকাজের আদেশ করে এবং মন্দকাজের নিষেধ করে। হযরত লোকমান হাকীম তার ছেলেকে বলেন,

يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا
أَصَابَكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ○

www.nagorikpathagar.org

'হে আমার পুত্র! সালাত কায়েম কর, ভালকাজের আদেশ দাও, মন্দকাজের নিষেধ কর। আর যে বিপদই আসুক না কেন তাতে ধৈর্য ধারণ কর। এ কাজগুলি এমন যাতে খুব বেশি বেশি তাকীদ করা হয়েছে' (সূরা লোকমান, আয়াত-১৭)

সমাজে সালামের প্রসার ও মুসলমানের ৬টি হক বা ঋণ

একজন মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের ৬টি হক আছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'একজন মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের ৬টি হক আছে । প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী কী? তিনি বললেন, সাক্ষাতে সালাম বিনিময় করা, আমন্ত্রণ করলে গ্রহণ করা, উপদেশ চাইলে উপদেশ দেয়া, হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা, অসুস্থ হলে সাক্ষাৎ করে খোঁজ খবর নেওয়া এবং মৃত্যুবরণ করলে জানাজায় উপস্থিত হওয়া।' (মুসলিম, হাদীস নং-৪০২৩)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ○

'আর যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়া হবে তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম সালাম দেবে। অথবা জবাবে তাই দেবে' নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ের হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা নিসা, আয়াত-৮৬)।

কোনো মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে কথা বলার আগে সালাম দেয়া নবীজি (সা.) এর আদর্শ। আর এর উত্তর দেয়া অবশ্যকরণীয়। রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রচার প্রসার ঘটাও। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞাসা করলো, 'সর্বোত্তম আমল কী? তিনি বললেন, "ক্ষুধার্তকে অন্নদান করো এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে ব্যাপকভাবে সালাম পেশ করো।' (বুখারি, হাদীস নং-৬২৩৬, মুসলিম, হাদীস নং-৩৯)

www.nagorikpathagar.org

আত্মীয়তার হক বা ঋণ

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ঈমানের একটি বাহ্যিক পরিচয় বহন করে এবং এর দ্বারা রিজিক ও বয়সে বরকত আসে। উপরন্তু তাদের ভালোবাসাও পাওয়া যায়। প্রিয় নবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি রিজিকের প্রশস্ততা ও আয়ু বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।' (বুখারি, হাদীস নং-৫৫৫৯)

নিজ আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য-সহায়তায় উৎসাহ দিয়ে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সবচেয়ে উত্তম সদকাহ হচ্ছে সেটি যা এমন আত্মীয়স্বজনের জন্য করা হয় যারা তোমার থেকে বিমুখ হয়ে আছে।' (মুসনাদে আহমাদ : ৩/৪০২)

শিক্ষকের হক বা ঋণ

শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর। একজন শিক্ষার্থীর প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে ওঠার পেছনে বাবা-মার চেয়ে শিক্ষকের অবদান কোনো অংশে কম নয়। মহান আল্লাহ তা'য়ালাও শিক্ষকদের আলাদা মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন। ফলে মুসলিম সমাজে শিক্ষকমাত্রই বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। কারণ শিক্ষকরা জাতির প্রধান চালিকাশক্তি। এক কথায় বলা যায়, শিক্ষক মানুষ চাষ করেন। যে চাষাবাদের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটিয়ে নীতি-নৈতিকতা ও জীবনাদর্শের বলয়ে একজন শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত ও কর্মময় জীবনকে মুখরিত করে। পাশাপাশি পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র তার দ্বারা উপকৃত হয়। ইউনেসকোর ২৬তম অধিবেশনের সিদ্ধান্তে ১৯৯৪ সাল থেকে প্রায় দুই'শ দেশে ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়। প্রিয় নবী (সা.) নিজেকে বলতেন 'শিক্ষক'। তিনি বলেন, 'আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।

রাসূলুল্লাহ (সা.) শিক্ষকের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, 'কল্যাণকর বিদ্যা দানকারীর জন্য সবাই (প্রাণী ও প্রকৃতি) আল্লাহর কাছে (দোয়া) মাগফিরাত কামনা করে।' (সুনানে তিরমিজি)।

www.nagorikpathagar.org

অন্য হাদীসে এসেছে, 'শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই সওয়াবের অধিকারী-ইবনু মাজাহ। প্রিয় নবী (সা.) আরো বলেন, 'সর্বোত্তম দান হলো কোনো মুসলমান নিজে কোনো বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে পরে তা অপর মুসলমান ভাইকে শিক্ষা দেয়-ইবনু মাজাহ। তবে একজন শিক্ষককে অবশ্যই আদর্শ ও নৈতিকতার অধিকারী হতে হবে।

১১. উম্মতের উপর মহানবী (সা.)-এর হক

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِیْٓ اَنْزَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ○

আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত। আর উম্মতে মুহাম্মদীর অনুসারী ও দাবিদার হিসেবে আমাদের উপর নবী (সা.)-এর কিছু অধিকার রয়েছে। যেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন ছাড়া একজন মানুষ প্রকৃত মুসলমান বা নবীর উম্মতের দাবিদার হতে পারে না। আমরা এখানে সেগুলোর কয়েকটি আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ। নবী (সা.) কর্তৃক আনীত রিসালাতের ওপর পরিপূর্ণ ঈমান আনয়ন করা। আর এ কথা বিশ্বাস করা যে তাঁর রিসালাত পূর্ববর্তী সব রিসালাতকে রহিত করে দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে মুহাম্মদ (সা.) প্রদর্শিত পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদত না করা। মহান আল্লাহ বলেন,

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِیْٓ اَنْزَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ

'সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং যে জ্যোতি আমি অবতরণ করেছি তার ওপর ঈমান আনয়ন করো, তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সববিষয়ে অবহিত।' (সূরা তাগাবুন, আয়াত-৮)।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

www.nagorikpathagar.org

'রাসূল (সা.) তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা কিছু নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।' (সূরা হাশর, আয়াত-৭)

এ কথায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা যে রাসূল (সা.) রিসালাতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন। তাঁর উপর অর্পিত আমানত আদায় করেছেন। উম্মতকে সংশোধনকরণের নিমিত্তে নসিহত করেছেন। আবু জর (রা.) বলেন, 'মুহাম্মদ (সা.) আমাদের এমন অবস্থায় রেখে গেছেন যে আকাশে কোনো পাখি তার দুই ডানা মেলে নড়াচড়া করলে তার সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান দান করেছেন।' (মুসনাদে আহমদ : ৫/১৫৩)

রাসূল (সা.)-কে এমনভাবে ভালোবাসা যে তাঁর ভালোবাসা যেন নিজের ও সব সৃষ্টিজগতের ভালোবাসার ওপর প্রাধান্য পায়। যদিও সব নবী ও রাসূলদের ভালোবাসা ওয়াজিব। তাঁর ভালোবাসা সব মানুষের ভালোবাসা তথা সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও অন্যান্য যাবতীয় আত্মীয়-স্বজন এবং নিজের জীবনের ভালোবাসার ওপরও প্রাধান্য দেয়া ফরজ। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউই মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে আমি তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সব মানুষ থেকে প্রিয় না হব।' (বুখারি, হাদীস নং-১৫, মুসলিম, হাদীস নং-৪৪)।

নবী (সা.)-কে সম্মান করা, তাঁকে মর্যাদা দেয়া। কেননা এটা নবী (সা.)-এর সে প্রাপ্য অধিকারগুলোর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন কারিমে শিরোধার্য করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ○

'হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সামনে (কোনো বিষয়ে) অগ্রবর্তী হয়ো না।' (সূরা হুজুরাত, আয়াত-১)

নবী (সা.)-এর ওপর বেশি বেশি সালাত ও সালাম পাঠ করা (দরুদ পাঠ করা)। যেমনটি আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছেন, 'অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর ওপর সালাত (দরুদ) পাঠ করেন, হে মুমিনগণ! তোমরা তাঁর উপর সালাত পাঠ করো এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম দাও।' (সূরা আহজাব, আয়াত-৫৬)। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর

www.nagorikpathagar.org

ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে আমার ওপর একবার (দরুদ) সালাত পাঠ করবে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার ওপর ১০ শতবার সালাত (দরুদ) পাঠ করবেন।' (মুসলিম, হাদীস নং-৩৮৪)। আল্লাহর সালাত পাঠের অর্থ হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে রহমত বর্ষণ করা। আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) বলেছেন, বড় কৃপণ হলো ওই ব্যক্তি যার কাছে আমার নাম উল্লেখ হলো কিন্তু সে আমার ওপর সালাত পাঠ করল না। তিরমিজি, হাদীস নং-৩৫৪৬)।

রাসূলুল্লাহ সা. ও আল হাদীসের হক বা ঋণ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে শুধু যে অস্বীকার করেছে সে ছাড়া। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কে অস্বীকার করবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যে আমার আনুগত্য করল; সে জান্নাতে যাবে আর যে আমার অবাধ্য হলো, সে অস্বীকার করল-সহীহ বুখারি। বর্ণিত হাদীসের ভাষ্য অত্যন্ত পরিষ্কার। নবী করিম (সা.)-এর প্রকৃত উম্মতগণ জান্নাতে যাবে, কিন্তু যারা নবী করিম (সা.) কে মানবে না অথবা অস্বীকার করবে তাদের কী হবে? অপরদিকে যারা রাসূল (সা.) কে অনুসরণ করছে তারা কতটা করবে? এ ধরনের কিছু প্রশ্ন আমাদের সামনে আসে। সুতরাং আমরা এ সংক্রান্ত আলোচনা কুরআন-হাদীসের আলোকে উপস্থাপন করছি। হাদীসের প্রথম অংশ 'আমার সব উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে' এ অংশের সঙ্গে মানুষের অনেক কিছু জড়িত। তবে এ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী পহেলা যে বিষয়টা এসেছে তা হলো, 'যে আমার আনুগত্য করল।' এই আনুগত্যের দাবি হলো- নবী করিম (সা.) দীর্ঘ ২৩ বছরে কুরআনের যত নির্দেশনা পেয়েছেন এবং নিজের বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করে যে সব কাজ করেছেন তা সবই নিজের পরিমন্ডলে বাস্তবায়ন করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা হাশরের ৭ নং আয়াতে বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

www.nagorikpathagar.org

'রাসূল যা কিছু তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো এবং যা কিছু নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।' এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে রাসূল (সা.)-এর ওপর যে নির্দেশনা এসেছে তা অনুসরণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই। যদি এমন কোনো ব্যাপার হয় যা আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, অথবা এ সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিয়ে পরস্পরের মধ্যে বাদানুবাদ হয় তবে সেসব কিছুর সমাধানের জন্য মুমিনদেরকে সরাসরি আল্লাহর নির্দেশ এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَاُولِى الۡاَمۡرِ مِنۡكُمۡ‌ۚ فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِىۡ شَىۡءٍ فَرُدُّوۡهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوۡلِ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ‌ ؕ ذٰ لِكَ خَيۡرٌ وَّاَحۡسَنُ تَاۡوِيۡلًا○

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসুলের আর সেসব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। এরপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে তাকে আল্লাহ ও রাসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান এনে থাকো। এটিই একটি সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটিই উৎকৃষ্ট।' (সূরা আন নিসা, আয়াত-৫৯)

১২. ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব পালনের হক বা ঋণ

দুনিয়াতে আল্লাহর পথে আহ্বানের জন্যই নবী-রাসূলদের আগমন। আর এ কারণেই একজন মুমিনের জীবনের অন্যতম মিশন হলো মানুষের প্রতি দ্বীনের দাওয়াত দেয়া। নিজেদের জীবনে কুরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধান বাস্তবায়নের পাশাপাশি পরিবার ও পার্শ্ববর্তীদেরকে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আহ্বান করা মুমিন বান্দার আবশ্যক কর্তব্য। আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া জানানোর পর বলা যায়–মানবজাতির পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান তথা মহাগ্রন্থ আল

www.nagorikpathagar.org

কুরআনুল কারিমে যতগুলো পরিভাষা (আমলে সালেহ, তাজকিয়াতুন নফস, আকিমুস সালাহ, ইলাহ, রব, দ্বীন, ইবাদত ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়েছে, 'ইকামাতে দ্বীন' তন্মধ্যে অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ। ইকামাতে দ্বীন অর্থ দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা। আর দ্বীন ক্বায়েম বলতে বুঝায় কোন একটা জনপদে দ্বীন ইসলাম বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। প্রথম শব্দ ইকামাত মানে স্থাপন করা, প্রতিষ্ঠাকরণ, অধিষ্ঠিত করানো, কায়েম করা, অবস্থান ইত্যাদি। দ্বিতীয় শব্দ দ্বীনের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ধর্ম, বিশ্বাস, আইন, জীবনবিধান ইত্যাদি। অতএব, ইকামাতে দ্বীনের অর্থ হচ্ছে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা বা কায়েম করা। কারণ আল্লাহ মানুষকে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۝

'স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে খলিফা সৃষ্টি করছি।' (সূরা বাকারা, আয়াত-৩০)।

সূরা আশ শূরার ১৩ নম্বর আয়াতে 'ইকামাতে দ্বীন' সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে 'তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না'।

জীবনের সব ক্ষেত্রে ওহির জ্ঞানানুসারে নিজেকে মহান রবের কাছে আত্মসমর্পণ করাকে বলা হয় 'ইকামাতে দ্বীন'। ইকামাতে দ্বীনের প্রচেষ্টা থেকে বিমুখ থাকার পরিণাম সম্পর্কে হাদীসে এসেছে-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন,

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমরা 'ঈনাহ'-এর (সুদ) সঙ্গে ক্রয় বিক্রয় করবে, বলদের লেজ ধরে থাকবে, চাষবাসে মগ্ন হয়ে যাবে এবং দ্বীনের জন্যে পরিশ্রম করা এবং ধন-প্রাণ কুরবানী করা ত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন অপমান ও গোলামী চাপিয়ে দেবেন যা তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বীনের দিকে না ফিরে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের উপর থেকে গোলামীর বোঝা দূরীভূত হবে না।' (আবু দাউদ, যাদে রাহ হাদীস নং-২০৬)।

www.nagorikpathagar.org

ইকামাতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জামায়াতবদ্ধ থাকা ছাড়া শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার কোন উপায় নেই। যেমন হাদীসে এসেছে-রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ছাগলের শত্রু যেমন বাঘ এবং পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ছাগলকে সে সহজেই শিকার করে, তেমনি শয়তান মানুষের বাঘ। মানুষ যদি জামায়াতবদ্ধ না থাকে, তবে সে তাদেরকে একা পেয়ে সহজেই শিকার করে। সুতরাং, হে মানব জাতি, তোমরা পাহাড়ের কিনার দিয়ে (অর্থাৎ ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে) একাকী চলো না। জামায়াতের সাথে ও সাধারণ মুসলমানদের সাথে অবস্থান কর।" (মুসনাদে আহমদ, মেশকাত, মুযায় ইবনে জাবাল (রা.), রাহে আমল হাদীস নং-৩০৪)।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَالَّذِيْنَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ
اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ

তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, (হে মুহাম্মদ) যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতিও এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি কর না। সূরা শূরা, আয়াত-১৩।

হাদীসে এসেছে-আবু হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুনিয়া ও আখিরাতে আমি 'ঈসা (আ.)-এর সর্বাধিক নিকটবর্তী।

হাদীসে বলা হয়েছে,

عَنْ الحارث الاَشْعَرِىْ رض عَنِ النَّبِى ص اَنَّهُ قَال: "اَمَرَكُمْ بِخَمْسٍ اللهِ اَمَرَنِي
بِهِنَّ: اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالجِهَادُ وَالهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ: فَاِنَّهُ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ
قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ اِلَّا اَنْ يُّرجعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى

www.nagorikpathagar.org

الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَارَسُوْلَ اللهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ قَالَ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ رواه احمد و ترمذى

হযরত হারেস আল আশয়ারি রা. হতে বর্ণিত তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা.) বলেন আমি তোমাদের কে এমন পাঁচটি বিষয়ের আদেশ দিচ্ছি যা আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন, তাহলো- নেতার আদেশ মনোযোগ দিয়ে শোনা, এবং তার আনুগত্য করা, জিহাদ করা, দ্বীনের কাজে প্রয়োজনে হিজরত করা, সংঘবদ্ধ বা দলবদ্ধ থাকা, অতপর যে দল থেকে এক বিগত পরিমান দূরে সরে গেলো সে যেন ইসলামের রজ্জুকে তার গর্দান থেকে খুলে ফেললো। যতক্ষণ না সে দলে ফিরে আ সলো। আর যে কেউ জাহেলিয়াতের (অজ্ঞতার) দিকে আহ্বান করে তার স্থান হবে জাহান্নাম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো হে আল্লাহর রাসূল যদি সে নামায পড়ে এবং রোজা রাখে? তিনি বললেন হা যদি সে রোজা রাখে এবং নামায পড়ে তবুও সে জাহান্নামী।

১৩. আল কুরআনের হক বা ঋণ

আমাদের উপর আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বড় এহসান আর দয়া এটা যে তিনি আমাদের কুরআনুল কারীম দান করেছেন। এটা এমন এক জিনিস যা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আল কুরআন এমন একটি কিতাব যার মাধ্যমে আরবের সেই বর্বর জাতি সৌভাগ্যবান জাতিতে পরিণত হয়েছিল। রাসূল (সা.) কুরআন দিয়েই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তৈরি করেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'বিশ্বমানবমন্ডলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো আমার যুগ' (সহীহ বুখারি, হাদীস নং-২৬৫২)।

আল কুরআনমাজীদের বেশ কিছু হক রয়েছে যেগুলো আদায় করা আবশ্যক। এর অনেকগুলো হক এমন যে, কেউ যদি তা আদায় না করে কিয়ামতের দিন নবী (সা.) তার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করবেন। আল কুরআনে বলা হয়েছে,

www.nagorikpathagar.org

وَقَالَ الرَّسُولُ يٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُورًا○

'আর রাসূল বলবেন (কিয়ামাতে), 'হে আমার রব, নিশ্চয় আমার জাতি এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে' (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত-৩০)।

আমাদের উপর কুরআনের যে হক বা ঋণগুলো রয়েছে তা এখানে আলোচনা করা হলো : ইমান আনা, সহীহভাবে পড়তে জানা, তিলাওয়াত করা ও শ্রবণ করা, অপরকে শিক্ষা দেয়া, হিফয বা মুখস্ত করা, বুঝা ও চিন্তা গবেষণা করা, আমল করা (বাস্তবায়িত করা), যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেয়া, কুরআন প্রচার সমাজে ও রাষ্ট্রে আল কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা। আল কুরআন সরাসরি আল্লাহ তা'য়ালার সিফাত। এই কুরআন সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, যে এই কুরআনকে সামনে রাখলো, পথ প্রদর্শক বানালো এই কুরআন তাকে পথ দেখায়ে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আর যে কুরআনকে পিছে রাখলো, গুরুত্ব দিল না এই কুরআন তাকে জাহান্নামে টেনে নিবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ○

অর্থ: 'অতএব, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের এবং আমি যে নূর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি ঈমান আন। আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম সর্ম্পকে অবহিত আছেন।' (সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত-৮)।

কুরআন সহীহভাবে পড়তে জানা: কুরআন পড়া প্রত্যেক মুসলিমের ওপর আবশ্যক। অবশ্যই তা জানতে হবে এবং সহীহ ভাবে কুরআন শিখতে হবে। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে,

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ

'পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আলাক, আয়াত-১)।
এবং

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا

www.nagorikpathagar.org

‘আপনি কুরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে। (সূরা মুজাম্মিল, আয়াত-৪)।

পৃথিবীতে কুরআন ছাড়া এমন কোনো গ্রন্থ নেই যা পাঠকরার মাধ্যমে সওয়াব অর্জিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পাঠ করবে তার জন্য একটি সওয়াব রয়েছে। আর একটি সওয়াব দশটি সওয়াবের সমপরিমান। আমি বলি না যে, আলিফ লাম মীম একটি হরফ বরং আলিফ একটি হরফ লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ। (তিরমিযী হাদীস নং-৩১৫৮)। কুরআন শ্রবণ করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

‘যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা তা কান পেতে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক, তোমাদের ওপর রহম করা হবে। (সূরা আল-আরাফ, আয়াত-২০৪)।

অপরকে কুরআন শিক্ষা দেয়াঃ কুআনের অন্যতম হক হলো নিজে শিক্ষা করা এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়া। কেননা রাসূল (সা.) তাঁর সাহবিদের শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, ‘তিনি নিরক্ষদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন, তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাহ। ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্ঠতায় লিপ্ত। (সূরা জুময়াহ, আয়াত-২)

১৪. রাষ্ট্রীয় হক বা ঋণ

সাধারণত মনে করা হয় ইসলাম একটি ধর্ম মাত্র এবং ইসলামী শরীয়ত কেবলমাত্র নৈতিক চরিত্র ও আল্লাহর সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপনের নিয়ম-বিধানই পেশ করে। এছাড়া মানব জীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগ সম্পর্কে ইসলামের কিছুই বলার নেই। সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ইসলাম একেবারেই নীরব এবং সে পর্যায়ে মুসলমানরা যে কোনো নীতি বা আদর্শ গ্রহণে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ইসলামের পূর্নাঙ্গ বিধান এ ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করে। ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী শরীয়তে

www.nagorikpathagar.org

রয়েছে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ এবং সকল কর্মকান্ড সম্পর্কে সুস্পষ্ট আইন ও বিধান। জীবনের এমন কোনো দিক ও বিভাগের উল্লেখ করা যেতে পারে না, যে বিষয়ে ইসলামী শরীয়তে কোনো নির্দেশ পাওয়া যায় না। এভাবে আল্লাহর এ দাবি সত্য হয়েই দেখা দিয়েছে।

مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِن شَيْءٍ ۝

তিনি বলেছেন, আল কিতাব-কুরআন মজীদে আমি কিছুই অবর্ণিত রাখিনি। (সূরা আল আনআম, আয়াত-৩৮)

অন্য কথায় আল্লাহর দাবি হলো, কুরআনেই আমি জরুরী সব কথা বলে দিয়েছি। কিছুই বাদ রাখিনি, বাকী রাখিনি।

বস্তুত ইসলামী শরীয়তের বিধান আল্লাহর এ দাবির সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে। শরীয়তের বিধানে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়েই আইন-বিধান দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রকৃতি, তার পরামর্শভিত্তিক তথা গণতান্ত্রিক হওয়া, শাসন কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীলতা, ন্যায়সঙ্গত কাজে তাদের আনুগত্য, যুদ্ধ, সন্ধি, চুক্তি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে অকাট্য বিধান রয়েছে ইসলামী শরীয়তে। আর তা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তাই নয়, রাসূলে করীম স.-এর সুন্নাহতে রয়েছে তার ব্যাখ্যা ও বাস্তবরূপ সংক্রান্ত বিধান। কুরআন-হাদীসে আমীর, ইমাম ও সুলতান প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দগুলো বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দগুলো বুঝায় সেই ব্যক্তিকে যার হাতে রয়েছে সার্বভৌমত্ব, শাসন ও আইন রচনার ক্ষমতা। আধুনিক পরিভাষায় তাই হলো সরকার বা গভর্নমেন্ট। সরকার বা গভর্নমেন্ট হলো রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর এগুলো কার্যকরী করতে হলে ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান অনুযায়ী পূর্নাঙ্গ রাষ্ট্র কায়েম করা অপরিহার্য।

তাছাড়া শরীয়তের এমন অনেকগুলো আইন-বিধান রয়েছে যা কার্যকরী করতে হলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করে সেগুলোর বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভবপর নয়। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানুষের পরস্পরের বিচার-ফায়সালা করার এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে কুরআন-হাদীসে। কিন্তু রাষ্ট্র যতক্ষণ পর্যন্ত এ কাজ না করবে ততক্ষণ কোনো ব্যক্তি বা সমাজের সাধারণ মানুষের পক্ষে তা করা কিছুতেই

www.nagorikpathagar.org

সম্ভবপর হতে পারে না। এজন্যেই জনগণের উপর কোনো কিছু কার্যকরী করার ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থা একান্তই জরুরি। এ পর্যায়ের যাবতীয় হুকুম-বিধানের প্রকৃতিই এমনি। একথাটি বোঝাবার জন্যেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, জনগণের যাবতীয় ব্যাপার সুসম্পন্ন করা-রাষ্ট্র কায়েম করা দীনের সর্বপ্রধান দায়িত্ব। বরং রাষ্ট্র ছাড়া দীন প্রতিষ্ঠা হতেই পারে না। আরো কথা এই যে, আল্লাহ তা'য়ালা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং নিপীড়িতদের সাহায্য করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। এভাবে তিনি জিহাদ, ইনসাফ ও আইন-শাসন প্রভৃতি যেসব কাজ ওয়াজিব করে দিয়েছেন তা রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্র কর্তৃত্ব ছাড়া কিছুতেই সম্পন্ন হতে পারে না। (আস-সিয়াসাতুশ শরইয়্যাহ, পৃষ্ঠা-১৭২-১৭৩)

ইসলামী হুকুমত কায়েম হোক, তার জন্য চেষ্টা করা হোক, কিন্তু তা হতে হবে ব্যাপক তাওহীদ ও সহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক দাওয়াতের মাধ্যমে ব্যক্তির সংশোধন। অতঃপর সমাজ ও দেশের পরিবর্তন, অতঃপর ইসলামী হুকূমত। যেমন ছিল নবী (সা.) এর তরীকা, ক্ষমতার বলে নয়, দাওয়াতী সংশোধনের মাধ্যমে দেশ গঠন। এই বিষয়গুলো ছাড়াও সমাজে যেসব শ্রেণী পেশার মানুষের উপরে হক বা ঋণ রয়েছে তা হলোঃ মুসলিম শাসক ও মুসলিম নেতাদের হক বা ঋণ, আলেম উলামা ও ইমাম-মুয়াজ্জিনের হক বা ঋণ, মুসলিম সাংবাদিকের হক বা ঋণ, আইনজীবী ও বিচারকের হক বা ঋণ, মুসলিম কবি সাহিত্যিক ও লেখক-গবেষকদের হক বা ঋণ, ডাক্তার, প্রকৌশলী, ড্রাইভার-যাত্রী, ক্রেতা-বিক্রেতার হক বা ঋণ রয়েছে। যার যার জায়গা থেকে প্রত্যেকের দায়িত্ব বা হক সঠিক ভাবে আদায় করলেই আমাদের দুনিয়া ও পরকালের জীবনে ঋণমুক্ত হতে পারবো ইনশাল্লাহ।

১৫. ব্যবসায়ীদের হক বা ঋণ

সুদ গ্রহণ, সুদ প্রদান উভয় লানতপ্রাপ্ত । তাই এ ভিত্তিতে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করা জায়েজ নয়। হারাম। হারাম টাকায় ব্যবসাকৃত সম্পদও হারাম হবে। তাই এ কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। হারাম টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করাও বৈধ নয়। তবে যদি না জেনে গ্রহণ করে, তাহলে ব্যবসাটি হারাম হবে না। শুধু টাকা পরিশোধ করে দিলেই ব্যবসাটি হালাল হয়ে যাবে। কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

জেনেশুনে হারাম টাকা দিয়ে ব্যবসা গ্রহণ করে ব্যবসা করা বৈধ নয়। তাই একাজ থেকেও বিরত থাকতে হবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দন্ডায়মান হবে, যেভাবে দন্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছেঃ ক্রয়-বিক্রয় ও তো সুদ নেয়ারই মত! অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরও বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰٓوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ এর পিতা থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন-"যে সুদ খায়, যে সুদ খাওয়ায়, তার সাক্ষী যে হয়, আর দলিল যে লিখে তাদের সকলেরই উপর আল্লাহ তা'য়ালা অভিশাপ করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৩৮০৯, মুসনাদে আবি ইয়ালা, হাদীস নং-৪৯৮১)

তাছাড়া মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মওজুদ করে রেখে পণ্যমূল্য বাড়িয়ে মুনাফা লাভের প্রবণতা থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, مَنْ اَحْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ অর্থাৎ 'যে মওজুদদারী করে সে পাপী' মুসলিম হা/৪২০৬।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করলে ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ব্যবসায়ীদেরকে মিথ্যা পরিহার করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

মিথ্যা কসমকারী ব্যবসায়ী এতই ঘৃণিত যে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে ফিরেও তাকাবেন না। প্রখ্যাত সাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন একটি ছাগী নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি ছাগীটি তিন দিরহামে বিক্রি করবে? লোকটি বলল, আল্লাহ কসম! বিক্রি করব না। কিন্তু সে পরে সেই মূল্যেই ছাগীটি বিক্রি করে দিল। আমি এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এসে উল্লেখ করলাম। তিনি আমার কথাগুলো শুনে বললেন, 'লোকটি দুনিয়ার বিনিময়ে তার পরকালকে বিক্রি করে দিয়েছে'। সিলসিলা সহীহাহ হা/৩৬৪।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ন্যায় একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। দ্রব্যের কোন দোষ-ত্রূটি থাকলে ক্রেতার সম্মুখে তা প্রকাশ করতে হবে। সেক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই লাভবান হবে এবং তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। কোন প্রকার গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) পণ্যে ভেজাল দিয়ে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দিতে নিষেধ করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, 'একদা নবী করীম (সা.) কোন এক খাদ্যস্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি খাদ্যস্তূপে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দেখলেন তার হাত ভিজে গেছে। তিনি বললেন, হে খাদ্যের মালিক! ব্যাপার কি? উত্তরে খাদ্যের মালিক বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! বৃষ্টিতে উহা ভিজে গেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন, 'তাহলে ভেজা অংশটা শস্যের উপরে রাখলে না কেন? যাতে ক্রেতারা তা দেখে ক্রয় করতে পারে। নিশ্চয়ই যে প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয়'। [মুসলিম; মিশকাত হা/২৮৬০]।

ক্রেতা বিক্রেতা উভয়কে ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। তাহলে ইহ-পরকালে কল্যাণ ও মুক্তিলাভ সম্ভব হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ওজন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নেওয়ার সময় বেশী নেওয়া এবং দেয়ার সময় কম দেয়া ইসলামে মারাত্মক অপরাধ। এ ধরনের ব্যবসায়ীদের ধ্বংস অনিবার্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা ওজনে কম দেয় তাদের জন্য ধ্বংস। তারা যখন লোকদের কাছ থেকে কিছু মেপে নেয়, তখন পুরাপুরি নেয়। আর যখন তাদের মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কম

www.nagorikpathagar.org

করে দেয়। তারা কি ভেবে দেখে না যে, তারা সেই কঠিন দিনে পুনরুত্থিত হবে, যেদিন সকল মানুষ স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে দন্ডায়মান হবে' (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, আয়াত: ১-৫)।

আল্লাহ অনত্র বলেন,

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ○

অর্থ: 'তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিয়ো না'। (আর-রহমান ৯)। বুঝা গেল যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ওজনে কম-বেশী করা গুরুতর অপরাধ। এতে এক শ্রেণীর মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এক শ্রেণীর মানুষ সাময়িকভাবে লাভবান হয়, যা ইসলামে কাম্য নয়। এছাড়াও খাদ্যে ভেজাল মিশিয়ে বা প্রতারণা করে বিক্রি না করা।

১৬. আমানতের হক আদায় বা ঋণ

ইসলামে আমানত রক্ষার প্রতি যেমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তেমনই যে আমানত রক্ষা করে না, মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে, অপরের হক আত্মসাৎ করে, তার জন্যও ঘোষণা করা হয়েছে মারাত্মক ও কঠিন শাস্তির কথা। ইসলাম আমানতের হক আদায় করার পাশাপাশি পাওনাদারদের হক বা ঋণ আদায় করার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। প্রিয় নবী (সা.) ছোটবেলা থেকেই আমানতদার ছিলেন।

সব মতবাদের লোকেরাই তাকে বিশ্বাস করত এবং তার কাছে অতি মূল্যবান আসবাবপত্র গচ্ছিত রাখত। নবীজির এমন বিশ্বস্ততার কারণেই সবাই তাকে আল আমিন বলে ডাকত। যার অর্থ বিশ্বস্ত ব্যক্তি। মোমিন বান্দার অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল সে বিশ্বস্ত এবং আমানতদার হবে। এগুণে নবী-রাসুলেরা যেমন গুণান্বিত ছিলেন, তেমনি ছিলেন আখেরি নবীর সাহাবিরাও। পবিত্র কুরআনে বারবার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে আমানত রক্ষার প্রতি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

www.nagorikpathagar.org

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে ঘুষ বা উপঢৌকন বিচারকের কাছে পেশ করো না। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত-১৮৮)

আরও বর্ণিত আছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানতকে তার মালিকের কাছে প্রত্যার্পণ করো বা ফেরত দাও। সূরা আন-নিসা, আয়াত-৫৮। প্রকৃত ইমানদার হওয়ার আলামত হল আমানত রক্ষা করা।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, কেয়ামতের দিন আমানতের খেয়ানতকারীকে হাজির করে বলা হবে, 'তোমার কাছে গচ্ছিত আমানত ফিরিয়ে দাও। সে জবাব দেবে, হে আমার প্রভু, কীভাবে তা ফিরিয়ে দেব? পৃথিবী তো ধ্বংস হয়ে গেছে।

তখন তার কাছে গচ্ছিত রাখা জিনিসটি যেভাবে রাখা হয়েছিল ঠিক অনুরূপভাবে জাহান্নামের সবচেয়ে নিচের স্তরে তাকে দেখানো হবে। অনন্তর তাকে বলা হবে, যাও, ওখানে নেমে ওটা তুলে আনো। অতঃপর সে নেমে গিয়ে সেটি কাঁধে বয়ে নিয়ে আসবে। তার কাছে জিনিসটির ওজন পৃথিবীর সব পাহাড়ের চেয়ে বেশি মনে হবে। তার ধারণা হবে, তুলে আনলেই সে দোজখের আগুন থেকে নাজাত পাবে। কিন্তু সে যখন জাহান্নামের শেষ প্রান্তে চলে আসবে, তখনই ওই জিনিসটি নিয়ে পুনরায় জাহান্নামের সবচেয়ে নিচের স্তরে পড়ে যাবে। এভাবে সে চিরকালই জাহান্নামে থাকবে। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এটাও একটি আমানত। এরও যথাযথ হেফাজত করতে হবে। মানুষের প্রাপ্য মানুষদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এখানে খেয়ানত করলেও আল্লাহ তা'য়ালার কঠিন আজাবে পাকড়াও হতে হবে।

হযরত আবু জর গিফারি (রা.) নবীজির কাছে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব কামনা করলে তিনি বললেন, আবু জর, তুমি তো দুর্বল প্রকৃতির লোক। আর এটা হচ্ছে

www.nagorikpathagar.org

একটি আমানত। কেয়ামতের দিন এটা লজ্জা ও অপমানের কারণ হবে। তবে যে ব্যক্তি এটাকে তার দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং যথাযথভাবে সে দায়িত্ব পালন করেছে তার বিষয়টি ভিন্ন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) ঘোষণা করেছিলেন, আমার রাষ্ট্রের একটি কুকুরও যদি না খেয়ে মারা যায় এর জন্য আমিই দায়ী হব। তিনি রাতের আঁধারে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের খোঁজখবর রাখতেন। কেউ অভুক্ত থাকলে নিজের কাঁধে খাবারের বস্তা বহন করে তার বাড়িতে দিয়ে আসতেন। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর (রা.) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরে এক রাতে তিনি বাতির আলোতে রাষ্ট্রীয় কাজ করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি বিশেষ প্রয়োজনে তার কাছে এল। আলী (রা.) সঙ্গে সঙ্গে বাতি নিভিয়ে দিলেন। তারপরে আগত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন। আগন্তুক কৌতূহলি হয়ে তার কাছে এর কারণ জানতে চাইলে তিনি জবাব দিলেন, এতক্ষণ আমি সরকারি কাজ করছিলাম। তাই সরকারি তেল ব্যবহার করেছি। এখন তো ব্যক্তিগত কাজ করছি। সরকারি বাতি ব্যবহার করলে এটা আমানতের খেয়ানত হবে। সাহাবায়ে কেরাম আমাদের আদর্শ। সত্যের মাপকাঠি। আমাদের উচিত, তাদের আদর্শে আদর্শবান হওয়া। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের অনুসল এবং অনুকরণ করা। তাহলেই সম্ভব সুন্দর, শৃঙ্খল ও শান্তির একটি সমাজ বিনির্মাণ করা।

১৭. ইসলামে নারী-পুরুষের পর্দার হক বা ঋণ

ইসলামে রয়েছে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও সকল অধিকারের স্বীকৃতি, রয়েছে তাদের সতীত্ব সুরক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি। তাদের সম্মান, মর্যাদা ও সতীত্ব অক্ষুন্ন রাখতেই ইসলাম তাদের উপর আরোপ করেছে হিজাব বা পর্দা পালনের বিধান। মূলত 'হিজাব বা পর্দা' নারীর সৌন্দর্য ও মর্যাদার প্রতীক। নারীর সতীত্ব ও ইজ্জত-আবরুর রক্ষাকবচ। নারী-পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার অতি সহজ ও কার্যকর উপায়। এ বিধান অনুসরণের মাধ্যমে হৃদয়-মনের পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব।

ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ۝

www.nagorikpathagar.org

'এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।' (সূরা আহযাব, আয়াত-৫৩)।

ইসলাম পর্দা পালনের যে বিধান আরোপ করেছে তা মূলত অশ্লীলতা ও ব্যভিচার নিরসনের লক্ষ্যে এবং সামাজিক অনিষ্টতা ও ফেতনা-ফাসাদ থেকে বাঁচার নিমিত্তেই করেছে। নারীদের প্রতি কোনো প্রকার অবিচার কিংবা বৈষম্য সৃষ্টির জন্য করেনি।

মূলত হিজাব বা পর্দা অর্থ শুধু পোশাকের আবরণই নয়, বরং সামগ্রিক একটি সমাজ ব্যবস্থা, যাতে নারী-পুরুষের মধ্যে অপবিত্র ও অবৈধ সম্পর্ক এবং নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচারী আচরণ রোধের বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে।
পর্দার বিধানঃ পর্দা ইসলামের সার্বক্ষণিক পালনীয় অপরিহার্য বিধান। কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীল প্রমাণাদির ভিত্তিতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিধানাবলীর মতো সুস্পষ্ট এক ফরয বিধান। আল্লাহ তা'য়ালাই এ বিধানের প্রবর্তক। এ বিধানের প্রতি পূর্ণ সমর্পিত থাকাই ঈমানের দাবি। এ বিধানকে হালকা মনে করা কিংবা এ বিধানকে অমান্য করার কোনো অবকাশ নেই। কেননা ইসলামী শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধানের বিরোধিতা করার অধিকার কারো নেই।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

'আল্লাহ এবং তার রাসূল কোনো বিষয়ের নির্দেশ দিলে কোনো মু'মিন পুরুষ কিংবা কোনো মু'মিন নারীর জন্য সে বিষয় অমান্য করার কোনো অধিকার থাকে না। আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলকে অমান্য করে সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট।' (সূরা আহযাব, আয়াত-৩৬)

www.nagorikpathagar.org

পর্দার গুরুত্ব

পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوٰجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

'হে নবী আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের একাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা আহযাব, আয়াত-৫৯)

এ আয়াতে পর্দার সঙ্গে চলাফেরা করার গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে যে, পর্দার সহিত চলাফেরা করলে সবাই বুঝতে পারবে তারা শরীফ ও চরিত্রবতী নারী। ফলে পর্দানশীন নারীদেরকে কেউ উত্যক্ত করার সাহস করবে না। প্রকৃতপক্ষে যারা পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে অধিকাংশ সময় তারাই ইভটিজিং ও ধর্ষণসহ নানা রকমের নির্যাতনের সম্মুখীন হয় এবং রাস্তাঘাটে তারাই বেশি ঝামেলার শিকার হয়। তাই নারীর সতীত্ব ও ইজ্জত-আবরু রক্ষার্থে পর্দার গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীস শরীফেও পর্দার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, নারী পর্দাবৃত থাকার বস্তু। যখন সে পর্দাহীন হয়ে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়। (তিরমিযী হাদীস নং- ১১৭৩)

সামনে পর্দার তিনটি পর্যায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجٰهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى ○

তোমরা তোমাদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করো, পূর্বেকার জাহেলী নারীদের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করো না। (সূরা আহযাব-৩৩)

www.nagorikpathagar.org

বহু বিশুদ্ধ হাদীস থেকেও প্রতিভাত হয় যে, উম্মাহাতুল মু'মিনীন বা নবীপত্নীরা সাধারণত তাদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করার মাধ্যমেই পর্দা পালন করতেন। মু'মিন নারীদেরকেও অনুরূপভাবে পর্দা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

(হে নবী) মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তবে যা সাধারণত (অনিচ্ছা সত্ত্বে) প্রকাশিত হয়ে যায় তা ভিন্ন। তারা যেন মাথার ওড়না দিয়ে তাদের বক্ষ পর্যন্ত আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্য কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার। (সূরা নূর, আয়াত-৩১)।

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীরা মাহরাম পুরুষ অর্থাৎ এমন পুরুষ যাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম বা নিষিদ্ধ, তারা ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের সামনে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে না। এতে পর্দার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা নারীদের নিকট যাওয়া থেকে বিরত থাক। তখন এক আনসার সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দেবরের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, দেবর হচ্ছে মৃত্যুতুল্য। (বুখারি হাদীস নং-৫২৩২)।

আলোচ্য হাদীসে ব্যবহৃত 'হামউ' শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে স্বামীর নিকটাত্মীয়। শব্দটির উদ্দেশ্য ব্যাপক। শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, স্বামীর যেকোনো দিকের ভাই, চাচা, মামা, খালু, ফুফা এবং তাদের প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে সন্তান। যেমন: দেবর, ভাসুর, চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর, তাদের প্রত্যেকের ছেলে সন্তান ইত্যাদি। ইমাম তিরমিযী, লাইস ইবনু সা'দ,

www.nagorikpathagar.org

আল্লামা কাযী ইয়ায ও তাবারী সহ বহু আলেম অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ নারীর জন্য তার দেবর, ভাসুর, চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর ও তাদের ছেলেদের সামনে নিজেকে প্রদর্শন করা থেকে দূরে থাকতে হবে যেভাবে মৃত্যু থেকে দূরে থাকতে চায়। আর এ ব্যাপারে সর্বোপরি কথা হলো, নারীরা তাদের গৃহে অবস্থানকালীন মুহূর্তে মাহরাম নয় এমন সকল পুরুষ থেকে পূর্ণ পর্দা রক্ষা করে চলবে।

অর্থাৎ নারীরা এমনভাবে গৃহে অবস্থান করবে যাতে নিকটাত্মীয় বা দূরাত্মীয় কোনো গায়রে মাহরাম বা বেগানা পুরুষের নজরে সে না পড়ে। গৃহে অবস্থানকালীন মুহূর্তে এভাবে পর্দাবৃত থাকা নারীর জন্য অপরিহার্য।

বাইরে গমনকালীন পর্দা: বলা বাহুল্য যে, নারীদের জন্য গৃহের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। এজন্য ইসলাম প্রয়োজনে নারীকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) তার স্ত্রী হযরত সাওদা (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, প্রয়োজনে তোমাদেরকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। (বুখারি হাদীস নং-৪৭৯৫)। মূলত ইসলাম একটি সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তাই মানব প্রয়োজনের সকল দিকই ইসলামে বিবেচিত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে পর্দাবৃত হয়েই বাইরে বের হতে হবে। কিছুতেই পর্দাহীনভাবে বের হওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে বিশ্বনবী (সা.) বলেন, নারী পর্দাবৃত থাকার বস্তু, যখনই সে পর্দাহীনভাবে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে উঁকি মেরে তাকায়। (তিরমিযী, হাদীস নং- ১১৭৩)

কুরআনে বর্ণিত জিলবাব: ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, জিলবাব হলো নারীর এমন পোশাক যা দিয়ে তারা পুরো দেহ ঢেকে রাখে। অর্থাৎ বাইরে গমনের সময় দেহের সাধারণ পোশাক- জামা, পাজামা, ওড়না ইত্যাদির উপর আলাদা যে পোশাক পরিধান করার মাধ্যমে নারীর আপাদমস্তক আবৃত করা যায় তাকে জিলবাব বলা হয়। আমাদের দেশে যা বোরকা নামে পরিচিত। এ থেকে বুঝা যায় যে, বাইরে গমনের সময় বোরকা পরিধান করে আপাদমস্তক আবৃত করে বের হওয়া আবশ্যক। আর আয়াতে জিলবাবের একাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়ার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে নেয়া। যা সাহাবী, তাবেয়ী ও

www.nagorikpathagar.org

নির্ভরযোগ্য মুফাসসিরদের তাফসীর থেকে প্রতিভাত হয়। এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা (এ আয়াতে) মুমিন নারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রয়োজনে তারা যখন বাইরে যাবে তখন তারা যেন জিলবাব দিয়ে (পুরো দেহ আবৃত করার পর) তাদের মাথার উপর দিক থেকে তাদের মুখমণ্ডলও আবৃত করে নেয়। তবে তারা (চলাফেরার সুবিধার্থে) একটি চোখ খোলা রাখবে। (ইবনে কাসীরঃ ৬/৪৮২)।

প্রায় সব তাফসীরকারকগণ উপরোক্ত আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন।

প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহ.) বলেন, আমি আবীদাহ সালামানীহকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম তখন তিনি তার মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে নিলেন। অর্থাৎ তিনি বুঝিয়েছেন যে, এ আয়াতে (পুরো দেহ আবৃত করার পর) মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (ইবনে কাসীরঃ ৬/৪৮২)।

১৮. এতিমের হক বা ঋণ

ইসলামের দৃষ্টিতে এতিমের প্রতিপালন জান্নাতে যাওয়ার উপায়। আরবি 'ইয়াতীম' শব্দটির অর্থ হচ্ছে- নিঃসঙ্গ। একটি ঝিনুকের মধ্যে যদি একটিমাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন একে 'দুররাতুন-ইয়াতিমাতুন' বা 'নিঃসঙ্গ মুক্তা' বলা হয়ে থাকে। বাংলায় ইয়াতিম, এতিম উভয় শব্দ ব্যবহার হয়। আমাদের সমাজে সাধারণত এতিম বলা হয়- যার বাবা-মা, বা যে কোন একজন মৃত্যুবরণ করেছেন। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় ওই অপ্রাপ্তবয়স্ক, অনুপযুক্ত ছেলে বা মেয়েকে এতিম বলা হয়, যার পিতা জীবিত নন। আমরা সবাই জানি-সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পিতৃহীন তথা এতিম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। আরও দুঃখের কথা হচ্ছে, তাঁর ছয় বছর বয়সকালে তাঁর পরমপ্রিয় মাতাও দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। তিনি তাঁর দাদা ও চাচার অভিভাবকত্ব, ভরণপোষণ ও দেখাশোনায় বেড়ে উঠেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন, তিনি কি আপনাকে এতিমরূপে পাননি অতঃপর আশ্রয়দান করেননি। (সূরা আদদোহা, আয়াত-৬)। ইসলাম সাম্য

www.nagorikpathagar.org

ও ন্যায় পরায়নতার ধর্ম। শুধু মানবকূল কেন প্রাণীজগতের প্রতি দয়া ও কোমল আচরণ করাও ইসলামের অন্যতম আদর্শ ও শিক্ষা। হাদীসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি কোনো এতিমকে আপন মা-বাবার সঙ্গে নিজেদের (পারিবারিক) খাবারের আয়োজনে বসায় এবং (তাকে এই পরিমাণ আহার্য দান করে যে) সে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করে, তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।' (মুসনাদে আহমাদ : ১৮২৫২)।

অন্য হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন, 'আমি ও এতিম প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব (তিনি তর্জনী ও মধ্য অঙ্গুলি দিয়ে ইঙ্গিত করেন এবং এ দুটির মধ্যে তিনি সামান্য ফাঁক করেন)।' (বুখারি)।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে সমাজে অনেক সময় দেখা যায়, এতিমের প্রতি অবহেলা ও তুচ্ছতা প্রদর্শন করা হয়। বাবা না থাকায় স্বাভাবিক মানবিক স্নেহবাৎসল্য থেকেও অনেক ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয় তারা।

এ জন্য এতিমের প্রতি বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে। নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকে কারও এগিয়ে আসা উচিত। এ ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়, যেন কোনো হক নষ্ট না হয়। এতিমের অধিকার রক্ষায় ও অন্যায়ভাবে অধিকার হরণ না করতে বর্ণিত হয়েছে অনেক আয়াত ও হাদীস। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ পরিহার কর। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী? রাসূল বললেন, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করা, জাদু, অন্যায়ভাবে কোনো প্রাণ সংহার করা, সুদ খাওয়া, এতিমের সম্পদ গ্রাস করা, যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন করা এবং মুমিন পবিত্র নারীকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া। (বুখারি হাদীস নং- ২৭৬৬)।

জোরপূর্বক, অন্যায়ভাবে এতিমের সম্পদ গ্রাস করা মারাত্মক অপরাধ। এটি হারাম ও কবিরা গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি। এতিমের সম্পদ গ্রাস করা তো দূরের কথা, এতিমের সঙ্গে কঠোরতা অবলম্বন করাও নিষেধ। আল্লাহ তা'য়ালা এতিমের প্রতি কোমল হওয়ার নির্দেশ দেন এভাবে-

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

'সুতরাং আপনি এতিমের প্রতি কঠোরতা করবেন না।' (সূরা দোহা, আয়াত-৯)

www.nagorikpathagar.org

১৯. ওয়ারিসের হক আদায় বা ঋণ

ইসলামপূর্ব জাহেলি যুগে উত্তরাধিকারীদের জন্য স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পদে তাদের অধিকার সাব্যস্ত হতো না। বরং অনেক অস্থাবর সম্পদ যেমন- কাপড়, পাত্র, অলংকার ও হাতিয়ার ইত্যাদি মৃতের অধিকার মনে করে তাদের লাশের সঙ্গে কবরস্থ করা হতো। ইসলাম এসবের ওপর উত্তরাধিকারীদের অধিকার সাব্যস্ত করেছে। অন্যদিকে তারা প্রকৃত ওয়ারিশদের বঞ্চিত করে নিকটাত্মীয়দের সম্পদের অধিকারী সেজে পরস্পর বণ্টন করে নিত। কিন্তু ইসলাম একে সম্পূর্ণ অবৈধ ও অন্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তা ছাড়া তৎকালে নারী ও শিশুদের উত্তরাধিকারের উপযোগীই মনে করা হতো না। ইসলাম তাদের জন্য নির্দিষ্ট অংশের ঘোষণা দিয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। সুতরাং মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি যথানিয়মে বণ্টন করে নেওয়া এবং প্রত্যেকের প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দেয়া ওয়াজিব। বড়ই আফসোস ও পরিতাপের বিষয় হলো, অনেক মুসলমানই এসব ব্যাপারে উদাসীন। তাদের জানা উচিত, নামাজ-রোজার নামই ইসলাম নয়; জীবনের প্রতিটি ধাপে ও পদক্ষেপে ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। কেউ কেউ আবার খুব 'নামাজি', কিন্তু হক-হালালমতো চলে না। অবৈধ পন্থায় ধন-সম্পদ উপার্জন করে, তৃপ্তিসহকারে তা ভক্ষণ করে! স্মরণ রাখতে হবে যে, কেবল নামাজ পড়েই তারা আল্লাহর কাছ থেকে পার পেয়ে যাবে না। আর যাদের নামাজ-রোজা, ধর্ম-কর্ম, হক-হালালের বালাই নেই, তাদের কথা আর কি-ই বা বলার আছে। সবচেয়ে নির্মম ও নির্লজ্জ জুলুম হলো, আমাদের অধিকাংশ পরিবারে মা-বোন ও যেকোনো নারীর উত্তরাধিকার সম্পত্তি প্রদানে কার্পণ্য ও টালবাহানা করার মানসিকতা।

পবিত্র কুরআনে নারীদের বিষয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا

بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۝

www.nagorikpathagar.org

'হে মুমিনগণ! বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকার গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আর তাদের আটক করে রেখো না, যাতে তোমরা তাদের যা প্রদান করেছ তার কিয়দংশ নিয়ে নাও।' (সূরা নিসা, আয়াত-১৯)।

একজনের মালিকানাধীন সম্পদ অন্য জনের জন্য কখন বৈধ হবে, ইসলাম সে বিষয়ে মূলনীতি বাতলে দিয়েছে। ইসলামসম্মত ব্যবসায় বা অন্যের সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে কারো সম্পদ অন্যের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবল তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয়, তা বৈধ।' (সূরা নিসা, আয়াত-২৯)

কারো ন্যূনতম অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করলে কিয়ামতের দিবসে তারও হিসাব হবে। এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই তোমরা কিয়ামত দিবসে হকদারদের নিকট তাদের প্রাপ্য আদায় করবে। এমনকি শিংবিশিষ্ট ছাগল হতে শিংহীন ছাগলের বদলা নেওয়া হবে।' (মুসলিম, হাদীস নং-২৫৮২)।

অন্য হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত পরিমাণ জমি দখল করবে, কিয়ামত দিবসে সাত স্তবক জমিন তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।' (মুসলিম, হাঃ ১৬১০, বুখারি, হাঃ ৩০২৬)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ওপর কোনো জুলুম করেছে, তার জন্য আজকেই তা ক্ষমা করিয়ে নেয়া উচিত। যদি ক্ষমা করে না নেওয়া হয়, তাহলে তার নেক আমল থাকলে অন্যায় পরিমাণ কর্তন করে নেওয়া হবে। আর নেক আমল না থাকলে অন্যায় বরাবর পাপের বোঝা তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে।' (বুখারি, হাদীস নং-২৩১৭)।

www.nagorikpathagar.org

জাবির ইব্‌নু 'আবদুল্লাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, একবার আমি অসুস্থ হলাম। তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বকর (রা.) আমার সেবা করলেন। তাঁরা উভয়েই একবার পায়ে হেঁটে আমার কাছে উপস্থিত হলেন। আমি তখন জ্ঞানশূন্য ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) অযু করলেন এবং আমার উপর অযূর পানি ঢেলে দিলেন। আমার জ্ঞান ফিরলে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার সম্পদের ব্যাপারে কী করব। আমার সম্পদের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেব? তিনি আমাকে কোন জওয়াব দিলেন না। অবশেষে উত্তরাধিকারের আয়াত অবতীর্ণ হল। (সহীহ বুখারি, আধুনিক প্রকাশনী-৬২৫৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬২৬৮)

ওয়ারিস বিষয়ে মহান আল্লাহ্‌র বাণী।

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান-সন্ততির (অংশ) সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, পুরুষ দুই নারীর অংশের সমান পাবে, তবে সন্তান-সন্ততি যদি শুধু দু'জন নারীর অধিক হয় তাহলে তাঁরা রেখে যাওয়া সম্পত্তির তিন ভাগের দু' ভাগ পাবে, আর কেবল একটি কন্যা থাকলে সে অর্ধেক পাবে এবং তার পিতা-মাতা উভয়ের প্রত্যেকে রেখে যাওয়া সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে যদি তার সন্তান থাকে, আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিশ মাতা-পিতাই হয়, সে অবস্থায় তার মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ, কিন্তু তার ভাই-বোন থাকলে, তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, (ঐসব বন্টন হবে) তার কৃত ওয়াসীয়াত অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমরা জান না তোমাদের পিতা এবং সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের পক্ষে উপকারের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটবর্তী। (এ বন্টন) আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নির্ধারিত বিধান করে দেয়া হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাবান।

তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক তোমাদের জন্য- যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে আর যদি সন্তান থাকে, তবে তোমাদের জন্য তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির চার ভাগের একভাগ, তাদের কৃত ওয়াসীয়াত কিংবা ঋণ পরিশোধের পর এবং রেখে যাওয়া সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের সম্পত্তির আট ভাগের একভাগ স্ত্রীরা পাবে তোমাদের কৃত ওয়াসীয়ত কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। যদি মৃত ব্যক্তির

www.nagorikpathagar.org

পিতা-মাতাহীন ও সন্তানহীন কোন পুরুষ বা নারীর শুধু বৈপিত্রেয় একটি ভাই বা একটি ভগ্নি থাকে, তবে প্রত্যেকের জন্য ছ' ভাগের এক ভাগ। যদি তারা তার চেয়ে অধিক হয়, তবে সকলেই তিন ভাগের একভাগ শরীক হবে কৃত ওয়াসীয়াত কিংবা ঋণ পরিশোধের পরে, যদি কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়, এ হল আল্লাহ্‌র বিধান, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। (সূরা নিসা, আয়াত: ১১-১২)

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার ফাতিমাহ ও 'আব্বাস (রা.) আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা.)- এর কাছে আসলেন তাদের ওয়ারিশ চাওয়ার জন্য। তাঁরা তখন তাদের ফাদাকের জমি এবং খায়বারের অংশ দাবি করছিলেন। (সহীহ বুখারি, আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৫৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬২৭০)। তখন আবূ বাক্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত, তখন আবূ বকর (রা.) তাঁদেরকে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) থেকে শুনেছি তিনি বলেছেন, আমরা যা কিছু (সম্পদ) ছেড়ে যাই কেউ তার ওয়ারিশ হবে না, সবই সদাকাহ্‌। এ মাল থেকে মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিবার ভোগ করবেন। আবূ বকর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) কে আমি এতে যেভাবে করতে দেখেছি, তা সেভাবেই করব, কোন ব্যতিক্রম করব না। রাবী বলেন, অতঃপর থেকে ফাতিমাহ (রা.) তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন, মৃত্যু পর্যন্ত তার সঙ্গে কথা বলেননি। (সহীহ বুখারি, আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৫৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬২৭০)।

মৃতের সম্পদ আল্লাহর করা আইন অনুযায়ী ওয়ারিশদের মাঝে ভাগ হওয়া ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান। সাধারণত দেখা যায় বিভিন্ন বিধানের মূলনীতিটা আল্লাহ তা'য়ালা নিজে কুরআনে বলে দিয়েছেন। মৃতের সম্পদ বন্টনের পর মহান আল্লাহ কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'উহা (মৃতের সম্পদ বন্টনের এ আইন) আল্লাহর সীমানা। যে আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করবে (আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মৃতের সম্পদ বন্টন করবে) তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার তলদেশে নদ-নদী প্রবাহিত।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. সূত্রে বর্ণিত, মহানবি (সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো এক বিঘত পরিমাণ সম্পত্তি ভোগ করবে, কিয়ামতের দিন সাত তবক (স্তর) জমিন তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। (বুখারি ২৪৫৩, মুসলিম ১৬১২)

www.nagorikpathagar.org

প্রিয় পাঠক! একজন মুমিন, ভয়ানক এ অপরাধ থেকে ফিরে আসার জন্য আরো কোন সতর্কবাণীর প্রয়োজন আছে কি? একজন মুমিন-মুসলমান সাধারণ এই দুনিয়ার জন্য কিভাবে এই জঘন্য অপরাধ করতে পারে? কিভাবে পারে নিজেরই রক্তের হক আত্মসাৎ করতে? আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন।

২০. ডাক্তারের হক বা ঋণ

মানুষের জীবন রক্ষা করা ইসলামী শরিয়তের পাঁচটি প্রধান 'মাকসাদ' বা উদ্দেশ্যের অন্যতম। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে একজন মানুষের জীবন রক্ষাকে সমগ্র মানবজাতির জীবন রক্ষার সঙ্গে তুলনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবিদের কুসংস্কার পরিহার করে চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন, সব রোগেরই আরোগ্য আছে। তাই ইসলামী সভ্যতার সূচনা থেকে মুসলিম সমাজে চিকিৎসকদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। তবে চিকিৎসাসেবার সঙ্গে যেহেতু মানুষের জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত, তাই ইসলাম চিকিৎসা ক্ষেত্রে কিছু বিধি-নিষেধও আরোপ করেছে। যাতে চিকিৎসকের স্বার্থ ও রোগীর সেবা পাওয়ার অধিকার সুসংহত হয়।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকরা চিকিৎসকের কিছু বৈশিষ্ট্য নির্ণিত করেছেন। যার কয়েকটি হলো:

১. **বিশুদ্ধ নিয়ত :** মুসলিম চিকিৎসক তাঁর কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সৃষ্টির সেবার নিয়ত করবেন। কেননা বিশুদ্ধ নিয়ত জাগতিক কাজকেও ইবাদতে পরিণত করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই নিয়তের ওপর সব কাজের ফলাফল নির্ভরশীল।' (সহীহ্ বুখারি, হাদীস:

২. **বিশুদ্ধ বিশ্বাস :** মুসলিম চিকিৎসক গভীরভাবে বিশ্বাস করেন তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি ও প্রচেষ্টা উপলক্ষ মাত্র। রোগমুক্তি ও আরোগ্যের প্রকৃত ক্ষমতা আল্লাহর। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আমি যখন অসুস্থ হই তিনি আমাকে আরোগ্য দেন।' (সূরা: আশ-শুআরা, আয়াত: ৮০)

www.nagorikpathagar.org

৩. **আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা:** চিকিৎসক তাঁর জ্ঞান, মর্যাদা ও মানবসেবার সুযোগের জন্য মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন। কেননা তা একান্তই আল্লাহর অনুগ্রহ। ইরশাদ হয়েছে, 'তুমি যা জানতে না তা তিনি তোমাকে শিখিয়েছেন এবং তোমার প্রতি রয়েছে আল্লাহর মহা অনুগ্রহ।' (সূরা নিসা, আয়াত: ১১৩)

৪. **চিকিৎসায় যত্নবান :** মুসলিম চিকিৎসক তাঁর পেশাগত কাজে যত্নবান হবেন। কেননা আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তোমরা যখন কোনো কাজ করবে তাতে তোমরা যত্নবান হবে।' (মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস : ১১১৩)

৫. **রোগীর জীবন ঝুঁকিতে না ফেলা :** মুসলিম চিকিৎসক নিজের অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা গোপন করে বা নতুন কোনো বিষয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য রোগীর জীবন ঝুঁকিতে ফেলবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো রোগের চিকিৎসা করে, অথচ তার প্রতিষেধক তার জানা নেই সে দায়ী বলে গণ্য হবে।' (সুনানে নাসায়ি, হাদীস : ৪৭৩০)।

৬. **রোগীর সঙ্গে কোমল আচরণ :** রোগীর সঙ্গে চিকিৎসকের আচরণ হবে বন্ধুসুলভ। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে নিজেকে চিকিৎসক হিসেবে পরিচয় দিলে তিনি বলেন, 'চিকিৎসক আল্লাহ। তুমি বরং তাঁর একজন বন্ধু (বা হিতাকাঙ্ক্ষী)। তাঁর চিকিৎসক যে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন।' (সুনানে আবি দাউদ, হাদীস : ৪২০৭)।

৭. **রোগীর প্রতি কল্যাণকামী:** মুসলিম চিকিৎসক রোগীর প্রতি কল্যাণকামী হবেন। তিনি রোগীর জন্য সবচেয়ে উপকারী পরামর্শটি দেবেন। আল্লাহ বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের কাছে পরামর্শ চায়, সে যেন তাকে উত্তম পরামর্শ দেয়।' (সহীহ বুখারি : ৩/৭২)

www.nagorikpathagar.org

১. অন্যায় ও পাপমুক্ত জীবন গঠনের উপায়

অন্তর কঠিন হলে মানুষ আল্লাহর আজাব ও জাহান্নামের শাস্তির কথা শুনলে মন কাঁদে না, ভয়ভীতির উদ্বেগ হয় না। আর তখন মানুষের ইহলৌকিক জীবনে অমানিশা নেমে আসে এবং পারলৌকিক জীবনে মুক্তির দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

'কিয়ামতের দিন কোনো অর্থসম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কারো কোনো উপকারে আসবে না। একমাত্র সে ব্যক্তি মুক্তি পাবে, যে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছবে। সেদিন মুত্তাকিদের কাছে জান্নাতকে নিয়ে আসা হবে'। (সূরা শোয়ারা, আয়াত: ৮৮-৮৯)

অন্তর সুস্থ রাখার জন্য প্রত্যেক মানুষের সুদৃঢ় প্রচেষ্টা থাকা দরকার। কেননা কলব অসুস্থ হয়ে পড়লে মানুষের অন্তর কঠিন হয়ে যায়; আর কঠিন অন্তরে আল্লাহর আনুগত্যে ও ভালো কাজে অলসতা জন্মায়। ইবাদতে মনোযোগ হারিয়ে যায়। লোক দেখানো ইবাদত করা হয়। মন্দ কাজের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। মুনাফেকি চরিত্র ফুটে ওঠে। নামাজ পড়বেন কিন্তু অন্তরে আল্লাহভীতি থাকবে না। নামাজে নফল ও সুন্নত আদায়ের পরিমাণ কমে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا ۝

www.nagorikpathagar.org

নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোকাবাজি করে মুলত.এই ধোকায় তারা নিজেরাই পতিত হয়, আর যখন তারা নামাজে দাঁড়ায় তখন তারা অলসভাবে দাঁড়ায়। কেবলই লোক দেখানোর জন্য। তাদের অল্পই আল্লাহকে স্বরণ করে (সূরা নিসা, আয়াত-১৪২)

পরকালের কল্যাণের আশায় কাজ করার সুফল সম্পর্কে হাদীসে এসেছে-

যায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু বর্ণনা করেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি দুনিয়াকে নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করবে আল্লাহ তার মনের স্বস্তি ও শান্তি ছিনিয়ে নেবেন। সে সর্বদা অর্থ সংগ্রহের লালসা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যস্ত থাকবে। কিন্তু দুনিয়ার ততটুকুই সে লাভ করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তার জন্য প্রথমেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য হবে আখেরাত, আল্লাহ তা'আলা তার মনে স্বস্তি ও শান্তি দান করবেন। অর্থের লালসা থেকে তার অন্তরকে হেফাজত করবেন এবং দুনিয়ার যতটুকু অংশ তার জন্যে নির্দিষ্ট ছিল ততটুকু তিনি অবশ্যই লাভ করবেন।" (তারগীব ও তারহীব)।

কলব বা অন্তরকে সুস্থ রাখতে না পারলে মানুষের জীবন থেকে যা কিছু ভালো তা আস্তে আস্তে চলে যায়। মানুষ তখন পাপ কর্মে প্রবিষ্ট হতে থাকে। মনের পবিত্রতা ক্ষীণ হয়ে আসে। অধিকহারে পাপ কাজের প্রভাব এক সময় তার অন্তরকে কঠিন করে তোলে। মহানবী (সা.) বলেন, 'যখন বান্দা কোনো পাপ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। যখন সে তাওবা করে, তখন সেটা তুলে নেয়া হয়। আর ইস্তেগফারের মাধ্যমে অন্তরকে পরিষ্কার করা হয়। আর যদি পাপ বাড়তেই থাকে, তাহলে দাগও বাড়তে থাকে। আর এটাই হলো মরিচা। আহমদ ও তিরমিজি।

মানুষ পৃথিবীর মোহে পড়ে নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। শয়তানের প্ররোচণায় পড়ে নেক আমলকে বরবাদ করার তামাশাগ্রস্ততা থেকে মুক্তি পেতে তাই এখনই সতর্ক হওয়া দরকার। সুতরাং আমাদের উচিত, বেশি বেশি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা, জিকির করা, নেক আমল করা, সৎ ও পরহেজগার ব্যক্তিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা, কলবকে পরকালীন চেতনায় উজ্জীবিত করা, পরকাল ও পরকালীন আজাব সম্পর্কে বেশি করে চিন্তাভাবনা করা।

www.nagorikpathagar.org

২. পাপ কাজ ছেড়ে দেয়ার উপায় ও পাপমুক্ত থাকার শিষ্টাচার সমূহ

মুমিন বান্দা পাপ থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু পাপের অনুকূল পরিবেশ, অসৎ সঙ্গের প্রভাব ও শয়তানের সার্বক্ষণিক প্ররোচনায় পাপমুক্ত থাকা সম্ভব হয় না। যদি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কিছু উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহলে অধিক পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচা যেতে পারে। পাপ বর্জনের কয়েকটি উপায় ও পন্থা আছে সেগুলো হলোঃ

পাপকে ছোট বা তুচ্ছ জ্ঞান না করাঃ পাপ যেমনই হোক, তা পাপই। তাকে ছোট মনে করে পাপ করে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। প্রতিটি পাপই আমলনামায় লেখা হয়। সুতরাং পরকালীন শাস্তির কথা ভেবে ক্ষুদ্র পাপ থেকেও বিরত থাকা উচিত। রাসূল (সা.) আয়েশা (রা.)-কে বলেছেন, 'হে আয়েশা! তুমি ছোট ছোট গুনাহ থেকেও নিজেকে রক্ষা করো। কেননা সেটা লেখার জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন।' (মিশকাত, হাদীস-৫৩৫৬)

সত্যবাদী আলেম ও ভালো মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনঃ মানুষের পাপ কাজে অসৎ সঙ্গীদের সহায়তা ও প্রভাব থাকে। তাই পাপ থেকে বেঁচে থাকতে সৎ ও ভালো মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। মহানবী (সা.) ভালো মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে বলেছেন। তিনি বলেন, 'তুমি মুমিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেন পরহেজগার লোকে খায়।' (আবু দাউদ, হাদীস-৪৮৩২)।

পাপ প্রকাশ না করাঃ যেকোনো পাপ আল্লাহর অবাধ্যতার শামিল। পরম ক্ষমাশীল আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার পাপ গোপন রেখে তা ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু বান্দা নিজে তা প্রকাশ করলে ওই বান্দাকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আমার সব উম্মতকে মাফ করা হবে, তবে প্রকাশকারী এর ব্যতিক্রম। আর নিশ্চয়ই এটা বড়ই অন্যায় যে কোনো লোক রাতের বেলা অপরাধ করল, যা আল্লাহ গোপন রেখেছেন। কিন্তু সে সকালে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ

www.nagorikpathagar.org

করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত কাটাল যে আল্লাহ তার কর্ম ঢেকে রেখেছিলেন, আর সে ভোরে উঠে তার ওপর আল্লাহর দেয়া ঢাকনা খুলে ফেলল।' (বুখারি, হাদীস-৬০৬৯)

পাপের পর নেকির কাজ করা: শয়তানের প্ররোচনায় পাপ হয়ে গেলে অনুশোচনার পরপরই কোনো নেকির কাজ করা উচিত। কারণ নেকি পাপ মিটিয়ে দেয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই সৎ কর্মসমূহ মন্দ কর্মসমূহকে মোচন করে।' (সূরা হুদ, আয়াত-১১৪)

তাওবা-ইস্তিগফারের অভ্যাস গড়ে তোলা: শয়তানের প্ররোচনায় যতবার পাপ হবে, ততবারই তাওবা করা উচিত। কারণ শয়তান চায় না কোনো বান্দা ক্ষমা পেয়ে যাক। তাই পাপ থেকে মুক্ত থাকার জন্য বারবার তাওবা করার অভ্যাস করে নিতে হবে। হাদিসে কুদসিতে আছে, 'হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহর পরিমাণ যদি আসমানের কিনারা বা মেঘমালা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, তারপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, এতে আমি পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার কাছে আসো এবং আমার সঙ্গে কাউকে অংশীদার না করে থাকো, তাহলে তোমার কাছে আমি পৃথিবীপূর্ণ ক্ষমা নিয়ে হাজির হব।' (তিরমিজি, হাদীস-৩৫৪০)

এছাড়াও আমরা মুমিন হিসাবে পাপমুক্ত জীবনের প্রত্যাশা করতে হবে এবং মহান আল্লাহ কাছে আশ্রয় চাইতে হবে। মুমিন জীবনে পাপমুক্ত থাকার শিষ্টাচার সমূহ হলো: ১. কেউ ভুলের উর্ধ্বে নয়। নিজের ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং মানুষের হক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়া। ২. পাপমুক্ত হতে আল্লাহর অনুগ্রহ চাওয়া। ৩. যেসব আমল পাপমুক্ত থাকার সহায়ক আমল বৃদ্ধি করা সেটা যতছোট আমলই হোক না কেন। ৪. আল্লাহকে ভয় করা। ৫. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতে আদায় করা ও অন্যান্য নফল নামাজ একটু একটু করে বৃদ্ধি করা। ৬. দৃষ্টি সংযত রাখা ও লজ্জাস্থান হেফাজত করা। ৭. আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। ৮. নিজের মধ্যে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা পরিশুদ্ধতা রক্ষা করা। ৯. মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণা জাগ্রত করা। ১০. পরকালকে বেশি বেশি স্মরণ করা।

www.nagorikpathagar.org

৩. পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা কেন জরুরি

বিচার দিবসে হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিতির সময় প্রথমে সবাইকে যা ইচ্ছে বলার স্বাধীনতা দেয়া হবে। পাপীরা তাদের অপকর্মের কথা অস্বীকার করার পর আল্লাহ তা'য়ালা তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবেন। এরপর হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রাজসাক্ষী করে কথা বলার যোগ্যতা দেয়া হবে। তারা পাপীদের সব অপকর্মের সাক্ষ্য দেবে । আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ○

'আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবো, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।' (সূরা ইয়াসিন, আয়াত-৬৫)

হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে বলেছেন, তুমি তোমার জাতিকে ভয় প্রদর্শন করো, যেন তারা সুস্থ অন্তঃকরণ, সত্যবাদী জবান, পরিচ্ছন্ন হস্ত ও পবিত্র যৌনাঙ্গ ছাড়া আমার কোন মসজিদে প্রবেশ না করে। নিজেদের কাছে জুলুমের বদগুণ নিয়ে আমার কোন মসজিদে না আসে। যদি আসে, তবে আমার সামনে যতক্ষণ থাকে আমি অভিসম্পাত করতে থাকি, যতক্ষণ না পাপাচার ও জুলুম পরিত্যাগ করে। জুলুম ও পাপাচার পরিত্যাগ করলে, সে আমার বন্ধু হয়ে যায়। সে জান্নাতে নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও নেককারদের সাথে বসবাস করবে। (কুরতুবি ১/ ৮৮)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর এবং গোণাহর জন্য ক্ষমা চাও, আমি এক দিনে একশত বার তাওবাহ করি।' (মুসলিম)।

পবিত্র কুরআনের বহুস্থানে আল্লাহ তা'য়ালা তাওবাহ করতে বলেছেন। পাপ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারি।

www.nagorikpathagar.org

অশ্লীলতা ও চারিত্রিক অসৎ কামনা-বাসনা মুক্ত থাকতে কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনা মেনে চলা জরুরি।

৪. পাপ থেকে মুক্ত থাকার দোয়া

আল্লাহর রহমত ছাড়া অন্যায়-অপরাধ তথা গোনাহের কাজ থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। কারণ খালেছ বান্দা হওয়ার জন্য যেমন আল্লাহর একান্ত রহমত প্রয়োজন, ঠিক তেমনি গোনাহ তথা পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে আল্লাহর রহমতের বিকল্প নেই। পাপ কাজ থেকে হিফাজত থাকার দোয়াটি তুলে ধরা হলো–

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ○

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে খারাপ চরিত্র, অন্যায় কাজ ও কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই।' (তিরমিজি)

৫. অনলাইন দুনিয়ার শিষ্টাচার বা পাপ থেকে বাঁচার উপায়

প্রযুক্তির উচ্চতর আবিষ্কারগুলো আল্লাহর একান্ত রহমত ও তার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। আল্লাহর সৃষ্টির অপার রহস্য উদঘাটনে প্রযুক্তির নানা দিক ও আবিষ্কারগুলোই এর বড় দৃষ্টান্ত। কিন্তু তথ্য প্রযুক্তি অপব্যবহারের ফলে মানুষ নানান ধরনের অন্যায়-অপরাধ তথা অশ্লীলতায় নিয়োজিত হচ্ছে। যা উঠতি বয়সী কিশোর যুবক থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধদেরকেও অন্যায় অপরাধের দিকে অনেক বেশি ধাবিত করছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মন্দ চিত্রের অন্তর্গত হলো, অন্যের মান-সম্মানে আক্রমণ, তাদের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান, তাদের চরিত্র হনন এবং চিত্রধারণ কিংবা অন্য উপায়ে অসম্মান করা। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের জান-মাল, সম্মান ও চামড়া একে অপরের জন্য তেমন হারাম; যেমন এ নগরে এ মাসের এ দিনটি তোমাদের জন্য হারাম।' (সহীহ বুখারি)

www.nagorikpathagar.org

এ ছাড়া জাহেলিয়াতপূর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দেয়া, বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের নিন্দা করা; যা ভ্রাতৃত্ববোধের মর্মের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়, জাতীয় সংহতিকে ধ্বংস করে, অন্তরগুলোকে বিদ্বেষে পরিপূর্ণ করে এবং শত্রুতাকে জাগিয়ে তোলে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশি মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে বেশি তাকওয়া সম্পন্ন।' (সূরা আল হুজুরাত, আয়াত-১৩)

এর আরও কিছু মন্দ দিক হলো, যা উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা বা মানুষের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার এবং খারাপ কাজের বিস্তারের দিকে নিয়ে যায়; এমনকি তাদের মধ্যে কেউ কেউ এর সমালোচনা করতে গিয়ে অবচেতনভাবে ওইগুলো প্রচারে অবদান রাখে। এতে রয়েছে শান্তি ও স্থিতিশীলতার বিপক্ষে প্ররোচনা, গুজব ও মিথ্যার প্রচার-প্রসার এবং বিভ্রান্তিকর সংবাদ ছড়ানোর মতো বিষয়ের উপস্থিতি। দ্বীনি বিধিবিধানের বিপরীত কর্মকান্ডের উপস্থিতি। যেমন হারাম ছবি আদান-প্রদান ও অবক্ষয়মূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। এগুলো সবই মজলিসের শিষ্টাচার পরিপন্থী। এগুলোতে অংশগ্রহণকারী হারামে নিপতিত এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগী হিসেবে গণ্য হবে। এসব ভার্চুয়াল মিটিংয়ে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অসতর্কতা দীর্ঘ অকল্যাণের মধ্যে নিপতিত করে। যেমন সুপ্ত ফেতনার আগুনকে প্রজ্বলিত এবং খারাপ রীতি চালু করা। যা পরবর্তীরা অনুসরণ করে। ফলে এগুলোর পাপ এবং জাতি পরম্পরায় যতদিন পর্যন্ত এর ওপর আমল অব্যাহত থাকবে তাদের সবার পাপ তার ওপর বর্তাবে তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে কবরে যাওয়ার পরও। মানুষেরা এর ওপর আমল করা থেকে বিরত হওয়া ছাড়া তার পাপ বন্ধ হবে না। এ মাধ্যমগুলোর আরও একটি খারাপ দিক হচ্ছে, এমন বিষয়ে সময় ও জীবন বিনষ্ট হয় যাতে কোনো উপকার ও সুফল নেই; যা কেবল বিশুদ্ধ অন্তর ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিরাই অনুধাবন করতে পারে। বয়স, জীবন ও অন্যান্য কল্যাণমূলক বিষয় সবই সময় সংশ্লিষ্ট; যদি সে সময়কে বিনষ্ট করে তাহলে তার কল্যাণ বিনষ্ট হয়ে যায়, আর যদি সময়কে হারিয়ে ফেলে তবে কখনো

www.nagorikpathagar.org

তা আর ফিরে আসে না। যে ব্যক্তি এমন বৈঠকে বসতে পছন্দ করে যেখানে আল্লাহর আয়াতের সঙ্গে কুফরি ও তাচ্ছিল্য করা হয় এবং দ্বীনের সম্মানহানি করা হয়। বস্তুত সে তাদেরই দলভুক্ত। তাই এ ধরনের বৈঠকে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْ اٰيٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ○

'আর আপনি যখন তাদের দেখেন, যারা আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে উপেক্ষা করুন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গ শুরু করে। আর শয়তান যদি আপনাকে ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর জালেম সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবেন না।' (সূরা আল আনআম, আয়াত-৬৮)

হাদীসের বর্ণিত দোয়াটির নিয়মিত আমলের ফলে দুনিয়ার সব নিকৃষ্ট কাজ যেমন-পর্নোগ্রাফি, অশ্লীলতা, চারিত্রিক কামনা-বাসনা, পরনারীর প্রতি কুদৃষ্টিসহ বিভিন্ন অপকর্ম থেকে দূরে থাকা যাবে। হাদিসে উল্লেখিত দোয়াটি নামাজের সেজদায় বেশি বেশি পড়াই সর্বোত্তম। আর তাহলো- হযরত যিয়াদ ইবনে ইলাক্বাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ○

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে খারাপ চরিত্র, অন্যায় কাজ ও কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই।' (তিরমিজি)।

সুতরাং তথ্য প্রযুক্তিসহ দুনিয়ার যাবতীয় অশ্লীলতা থেকে মুক্ত থাকতে কুরআন-সুন্নাহর দিক-নির্দেশনা পালনের পাশাপাশি প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো দোয়া ও আমল অত্যন্ত জরুরি।

www.nagorikpathagar.org

৬. সবার আগে বড় বড় পাপ থেকে বেঁচে থাকা

আমরা সবাই জানি, কিছু পাপ ছোট আর কিছু পাপ বড়। ছোট পাপের উদাহরণ হলো: যেমন দ্রত নামাজ পড়া, ভালভাবে অজু না করা, খুব দ্রুত চক্ষু সংযত না করা, কারো সাথে মজা করতে গিয়ে অজান্তে সীমা অতিক্রম করা, এটাও একটা পাপ, এটা ভালো নয়। ছোট গুনাহের আরও উদাহরণ হলো: ভালোভাবে কুরআন তিলাওয়াত না করা বা এমন কোন ছোট গুনাহ যা নিজের অজান্তেই করছেন। কিন্তু তারপর রয়েছে ভয়ংকর বড় ধরনের পাপ। হারাম ভোগ করা যেমন বিয়ার পান করা, চোখের জিনা করা এগুলো খুবই জঘন্য প্রকৃতির গুনাহ। বড় গুনাহের আরও উদাহরণ হলো:ব্যভিচার করা, কাউকে খুন করা, সুদ খাওয়া, সুদ উপার্জন করা, আবার সুদকে বৈধতা দেয়া, আল্লাহ কোন কিছুকে হারাম করেছেন তারপরও এভাবে বলা যে, "আরে এটা তেমন কোন ব্যাপার না, আল্লাহ বুঝবেন", এগুলো কবিরা গুনাহ।

আল্লাহ বলছেন তুমি যদি পরকালে সফল হতে চাও, এক নাম্বার যেটা করবে তা হলো: বড় ধরনের পাপ কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখো। কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকো। ছোট বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আপনি সময়ের পরিক্রমায় ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করতে পারবেন এবং ক্রমান্বয়ে ভালো থেকে আরও ভালো মুসলিমে পরিণত হতে পারবেন। কিন্তু সবার আগে যা অগ্রাধিকার পাবে তা হলো: বড় বড় গুনাহ, কবিরা গুনাহ। আপনি যদি কোন মেয়ের সাথে ডেটিং করছেন, আপনি বড় পাপে লিপ্ত আছেন। (মেয়েদের উদ্দেশ্যে) আপনি যদি কোন ছেলের সাথে ডেটিং করছেন, আপনি বড় পাপে লিপ্ত আছেন। আপনাকে এটা বন্ধ করতে হবে, ইসলামের অন্য কোন ব্যাপারে চিন্তা করার আগে সবার আগে বড় পাপ কাজ বন্ধ করুন। তারপর দ্বিতীয় সারির নিরাপত্তা ব্যবস্থা হলো: সব ধরনের নির্লজ্জতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন। আমি বিশেষভাবে নির্লজ্জতার উপর গুরুত্ব দিচ্ছি যেমন ডেটিং, পর্ণোগ্রাফি; কেন? কারণ আল্লাহ নিজেই প্রথমে বড় বড় পাপের কথা বলেছেন তারপর এর সাথে সব ধরনের নির্লজ্জতাকে যুক্ত করে দিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

যে কোন অশ্লীল কাজ বা এমন কোন কাজ যা অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী করে দেয় এর সবকিছু সম্পূর্ণরূপে বর্জন করুন। কীভাবে আপনি নিজেকে এমন সব মানুষের সংস্পর্শে নিয়ে আসবেন যারা আপনাকে বড় বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে, যারা আপনাকে নির্মল, পরিচ্ছন্ন, ভালো বন্ধুত্ব দিবে। যারা আপনাকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করবে, আর যখন আপনি হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবেন তাঁরা আপনাকে আবার সঠিক পথে তুলে নিবে। সূত্রঃ শায়খ নোমান

৭. যে নিয়ম মানলে গোপন পাপ থেকে মুক্তি মেলে

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তার উত্তম নিয়ামতগুলো মানুষকে দান করেছে। অন্যান্য জীবের তুলনায় মানুষকে দিয়েছেন অধিক সুযোগ সুবিধা। মানুষের ভালো কাজে আল্লাহ তা'য়ালা রহমত দান করেন। পাপ কাজে শাস্তির বিধান দিয়েছেন। নিজের অজান্তেই মানুষ লিপ্ত হয় নানা গোপন পাপে। পাপ দুনিয়ার জীবনকে বরবাদ করে। পরকালেও পেতে হবে কঠিন শাস্তি। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কেয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালা সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকতায় পরিণত করবেন।' সাওবান (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই।' তিনি বললেন, 'তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক, যারা একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত কর্মে লিপ্ত হবে' (ইবনে মাজা: ২/১৪১৮)

গোপন পাপ থেকে নিজেকে উদ্ধারের কিছু উপায়

এক. সর্বদা এ কথা অন্তরে জাগ্রত রাখা যে, আল্লাহ আমাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি আমাকে সর্বদাই দেখছেন। আমি যা করি, আমার প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর সামনে। এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক।' (সূরা নিসা, আয়াত- ১)

www.nagorikpathagar.org

দুই. অন্তরের সঙ্গে মুজাহাদা করা, তার কুমন্ত্রণা দূর করা এবং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর। অতঃপর তাকে অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সে-ই সফলকাম হয়। আর যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। (সূরা শামস : ৭-১০)

তিন. যে রাস্তাগুলো গুনাহের দিকে ধাবিত করে, সে রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেয়া। তা এভাবে যে, একাকী না থাকা; বরং সবসময় অন্যদের মধ্যে থাকা। পরিবার-পরিজন, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে থাকা। যদি স্ত্রী থেকে দূরে থাকেন তা হলে স্ত্রীকে সঙ্গে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। আপনার স্ত্রীর মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র রাখুন এবং আপনার মাধ্যমে আপনার স্ত্রীকেও পবিত্র রাখুন। আর যদি আপনি আপনার পরিবারের কাছেই থাকেন এবং তাদের সঙ্গে বসবাস করেন তা হলে আপনি তাদের থেকে দূরে যাবেন না। আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালোবাসুন। তার মাধ্যমে আপনার প্রয়োজন পূরণ করুন। যখনই আপনার অন্তরে দেখার খায়েশ জাগবে কিংবা কোনো কিছু আপনার নজরে পড়ে যাবে তখনই আপনি শয়তানকে হারামের দিকে আপনাকে নিয়ে যেতে দেবেন না। বরং আপনি দেরি না করে হালালকে গ্রহণ করুন।

চার. সদাসর্বদা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকর কোনো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। কারণ অবসর সময় মানুষের নষ্টের কারণ। মনটাকে কাজ না দিলে মনে শয়তান বাসা বাঁধে।

পাঁচ. বেশি বেশি আল্লাহর কাছে দোয়া করা, কান্নাকাটি করা। যেন আল্লাহ নাফরমানি ও সব গুনাহ থেকে হেফাজত করেন। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হেফাজত করেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে; বস্তুত আমি তো রয়েছি সন্নিকটেই। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করি, যখন তারা আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।' (সূরা বাকারা, আয়াত- ১৮৬)

www.nagorikpathagar.org

৮. যে কারণে অহংকারী ব্যক্তি বড় গোনাহগার

কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনায় অহংকার অনেক বড় গোনাহ। অহংকারের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছিল দুনিয়ায় প্রথম পাপ। শয়তানের অনুসরণে যে বা যারা অহংকার করবে তারাও বড় গোনাহগার। যা আল্লাহ তা'য়ালা সহ্য করেন না। মানুষের যেসব কাজে কবিরা গোনাহ হয়ে থাকে, তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো অহংকার। বুঝে না বুঝে অনেকেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অহংকার করে থাকে। অথচ অহংকার পতনের মূল। আল্লাহ তা'য়ালা সব ফেরেশতাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা হজরত আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা কর। সব ফেরেশতা সেজদা করলেও অহংকারবশতঃ ইবলিসই তা অস্বীকার করেছিল এবং অমান্য করেছিল। আর সেটিই ছিল দুনিয়ার প্রথম পাপ। সে কারণে ইসলামে অহংকার সবচেয়ে বড় গোনাহের একটি। কুরআন-সুন্নাহর একাধিক স্থানে বড় বড় গোনাহের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে অহংকারের ক্ষতি ও শাস্তি। মানুষ যাতে অহংকারের মতো একটি জঘন্য গোনাহ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারে। তাই কুরআন-সুন্নায় বর্ণিত অহংকার সম্পর্কিত আয়াত ও হাদিসে ঘোষিত তথ্যগুলো তুলে ধরা হলো। যেখানে রয়েছে অহংকারের কঠোর পরিণাম ও শাস্তির বর্ণনা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন−

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

'তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি (তোমাদের ডাকে) সাড়া দেব। যারা অহংকারবশত আমার ইবাদতে বিমুখ তারা অচিরেই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (সূরা মুমিন, আয়াত-৬০)

অহংকার বশত, যদি কেউ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে তবে সে ব্যক্তি অস্বীকারকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। যেমনিভাবে ইবলিস আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। আল্লাহ তা'য়ালা সে কথা উল্লেখ করে বলেন- এবং যখন আমি হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলিস ব্যতিত সবাই সেজদা

www.nagorikpathagar.org

করলো। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করলো। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।' (সূরা বাকারা, আয়াত-৩৪)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ○

অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করোনা এবং দুনিয়াতে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না। 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' (সূরা লোকমান, আয়াত-১৮)

অহংকার মানুষকে অন্যায়ের দিকে ধাবিত করে। যে কারণে আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

হাদীসে কুদসিতে এসেছে অহংকার আল্লাহ তা'য়ালা চাদর। এ চাদর ধরে যারা টানাটানি করে আল্লাহ তা'য়ালা তা সহ্য করেন না। অহংকারকারীকে আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নামে নিক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছেন। তাই মানুষের উচিত অহংকারের মতো বড় পাপ না করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-'বড়ত্ব আমার চাদর এবং মহানত্ব আমার ইযার (লুঙ্গি)। কেউ যদি এ দুইটির কোনো একটির ব্যাপারে আমার সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।' (মুসলিম, মিশকাত)

যেহেতু অহংকার জান্নাতের অন্তরায় জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ। তাই মুমিন মুসলমানের অহংকারমুক্ত থাকা জরুরি। হাদিসে এসেছে-'যার অন্তরে এক যাররা (অণু) পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' (মুসলিম, মিশকাত)।

অহংকারী ব্যক্তিও বড় গোনাহগার। কারণ শয়তানের প্রথম অপরাধই ছিল অহংকার। সুতরাং যে ব্যক্তি অহংকার করলো সে নিজেকে শয়তানের করা প্রথম গোনাহটি করে নিজেকে শয়তানের সঙ্গেই অপরাধী করে নিলো। (নাউজুবিল্লাহ)। সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত কবিরা গোনাহসমূহের

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে অন্যতম অহংকারের মতো জঘন্য গোনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। অহংকার মুক্ত থাকতে কুরআনের এ দোয়াটি বেশি বেশি করা–

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ○

অর্থ: 'হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা আমাদের নফসের উপর জুলুম করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। সূরা আ'রাফ-২৩

আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিম উম্মাহকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অহংকার মুক্ত থাকার তাওফিক দান করুন।

মিথ্যা অপবাদ ইসলামে জঘন্যতম অপরাধ

মিথ্যা বলা পাপ। মিথ্যার সর্বোচ্চ পর্যায় হলো কারো ওপর অপবাদ দেয়া। যে অপরাধ বা দোষ কারো ভেতর নেই, এমন অপরাধ বা দোষ তার জন্য সাব্যস্ত করাকে অপবাদ বলা হয়। অপবাদ কখনো কখনো কুফরি পর্যন্ত নিয়ে যায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে অপবাদ দেয়া কুফরি। পবিত্র কুরআনে মূর্তি পূজার সঙ্গে মিথ্যা সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'সুতরাং তোমরা বর্জন করো মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থেকো মিথ্যা কথা থেকে।' (সূরা হজ, আয়াত-৩০)

অপবাদ দেয়া হয় ব্যক্তিগত শত্রুতা ও বিদ্বেষ থেকে। অপবাদের মাধ্যমে সাময়িক নির্দোষ ব্যক্তির চরিত্রে কালিমা লেপন করা হলেও এর পরিণতি ভয়াবহ। সচ্চরিত্রবান নারীদের ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া কঠিন অপরাধ। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ○

www.nagorikpathagar.org

‘নিশ্চয়ই যারা সচ্চরিত্রবান সরলমনা মুমিন নারীদের ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য (আখিরাতে) আছে মহা শাস্তি।’ (সূরা নুর, আয়াত-২৩)

যারা কোনো সৎ ও নির্দোষ নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তাদের অবশ্যই চারজন সাক্ষীর মাধ্যমে তা প্রমাণ করতে হবে। চারজন সাক্ষীর মাধ্যমে তা প্রমাণ করতে না পারলে প্রত্যেককে ৮০টি করে বেত্রাঘাত করা হবে, কারো ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য আর কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং তখন থেকে তাদের পরিচয় হবে ফাসিক।

রাসূল (সা.) বলেন, ‘একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে হেয় মনে করে।’ (মুসলিম, হাদীস-৬৪৩৫)

কারো ব্যাপারে অপবাদ দেয়া হলে সে ক্ষমা না করলে আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া যাবে না। কেননা অপবাদ বান্দার হক। বান্দা ক্ষমা না করলে মহান আল্লাহ বান্দার হক ক্ষমা করেন না।

পাশাপাশি যার কাছে অন্যের বিরুদ্ধে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা হয়, তার উচিত অন্ধভাবে তার কথা বিশ্বাস না করে তা যাচাই-বাছাই করা। অতিরিক্ত আবেগের বশবর্তী হয়ে কখনো ভিত্তিহীন কথা প্রচার করা হয়। অথচ রাসূল (সা.) ভিত্তিহীন কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। নিষেধ করেছেন কোনো খবর যাচাই না করেই প্রচার করতে। হাদীস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, যা শুনে তা-ই বলতে থাকা কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। (মুসলিম, হাদীস-৫)।

তাই কোনো কথাই ভালোভাবে যাচাই না করে ছড়িয়ে দেয়া উচিত নয়। কেননা অন্য কেউ বিপথগামী হতে পারে। হাদীস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সত্য কল্যাণের পথে পরিচালিত করে, আর কল্যাণ জান্নাতে পৌঁছায়। আর মানুষ সত্যের ওপর অবিচল থেকে অবশেষে সিদ্দিকের মর্যাদা লাভ করে। আর মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, পাপ তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহর কাছে মহা মিথ্যাচারী প্রতিপন্ন হয়ে যায়। (বুখারি, হাদীসঃ ৬০৯৪)। মহান আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন।

www.nagorikpathagar.org

৯. কথা কম বলা ও কম হাসা মুমিনের গুণ

সত্যিকারের মুমিনের পরিচয় হলো, সে কথা কম বলবে ও কম হাসবে। বেশি বেশি আমল করবে ও কাঁদবে আল্লাহর দরবারে। বেশি কথা বলা, অপ্রয়োজনীয়-অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা, নিরর্থক হাসি মানুষের ব্যক্তিত্বকে খাটো করে দেয়। কথা কম বলার অনেক উপকারিতার একটি হলো, এতে মানুষ পাপ মুক্ত থাকে। কেননা বেশিরভাগ পাপ হয় বান্দার মুখ ও লজ্জাস্থান থেকে। আরেক হাদিসে নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, ওই ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন নয়, যে উপহাস করে, মানুষকে অভিশাপ দেয়, অশ্লীল কথা বলে এবং যে বাচাল। -তিরমিজি। এভাবে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন হাদিসে অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে নিষেধ করেছেন নানা সময়ে নানা প্রসঙ্গে। এখানে এ সম্পর্কে কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো–

এক. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়, মেহমানের সম্মান করে এবং কথা বলার সময় উত্তম কথা বলে অথবা চুপ করে থাকে। (সহীহ বুখারি, হাদীস-৬০১৮)

দুই. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, মুনাফিক চেনার লক্ষণ হলো- চারটি। সেগুলো হলো- ক. যে কথায় কথায় মিথ্যা কথা বলে, খ. ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, গ. তার কাছে কোনো জিনিস আমানত রাখলে খেয়ানত করে এবং ঘ. ঝগড়া-বিবাদে অশ্লীল গালিগালাজপূর্ণ শব্দ বলে। (সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৪)

ছয়. হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি আল্লাহর রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছেন, সে ব্যক্তি মিথ্যাচারী নয়, যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য উত্তম কথা পৌঁছে দেয় অথবা সুন্দর কথা বলে। (সহীহ বুখারি, হাদীস-২৬৯২)

সাত. হযরত সাহল বিন সাদ (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার জিহবা (ভাষা) এবং লজ্জাস্থানের জামানত আমাকে দেবে আমি তার জন্য জান্নাতের জামিনদার হবো। (সহীহ বুখারি, হাদীস-৬৪৭৪)

www.nagorikpathagar.org

১০. শিরক সবচেয়ে বড় পাপ

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

আর(হে নবী স্বরণ করুন) যখন লোকমান তার ছেলেকে এবলে উপদেশ দিয়েছে হে আমার পুত্র! তুমি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, নিশ্চয় শিরক এক বড়ো জুলুম (পাপ)। সূরা লোকমান: ১৩

কবিরা গুনাহ কী? অনেকেই মনে করেন, কবিরা গুনাহ মাত্র সাতটি, যার বর্ণনা একটি হাদীসে এসেছে। মূলত কথাটি ঠিক নয়। কেননা হাদীসে বলা হয়েছে, উল্লিখিত সাতটি গুনাহ কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এ কথা উল্লেখ করা হয়নি যে শুধু এ সাতটি গুনাহই কবিরা গুনাহ, আর কোনো কবিরা গুনাহ নেই। এ কারণেই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কবিরা গুনাহ সাত থেকে ৭০ পর্যন্ত। (তাবারি)। ইমাম শামসুদ্দিন জাহাবি (রহ.) বলেন, উক্ত হাদীসে কবিরা গুনাহের নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, কবিরা গুনাহ হলো, যেসব গুনাহের কারণে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক শাস্তির বিধান আছে এবং আখিরাতে শাস্তির ধমক দেয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, যেসব গুনাহের কারণে কুরআন ও হাদিসে ঈমান চলে যাওয়ার হুমকি বা অভিশাপ ইত্যাদি এসেছে, তাকেও কবিরা গুনাহ বলে। ওলামায়ে কেরাম বলেন, তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার ফলে কোনো কবিরা গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না। আবার একই সগিরা গুনাহ বারবার করার কারণে তা সগিরা (ছোট) গুনাহ থাকে না। ওলামায়ে কেরাম কবিরা গুনাহের সংখ্যা ৭০টির অধিক উল্লেখ করেছেন। সেগুলো পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হবে: ১ নম্বর কবিরা গুনাহ আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করা।

শিরক দুই প্রকার:

এক. শিরকে আকবার, আল্লাহর সঙ্গে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা। অথবা যেকোনো ধরনের উপাসনা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর জন্য নিবেদন করা। যেমন: আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশে প্রাণী জবেহ করা

www.nagorikpathagar.org

ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সঙ্গে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না। তবে শিরক ছাড়া অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।' (সূরা নিসা, আয়াত-৪৮)।

দুই. শিরকে আসগার বা ছোট শিরক। রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানোর উদ্দেশ্য নিয়ে আমল করা ইত্যাদি। এটিও শিরক। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'অতএব দুর্ভোগ সেসব মুসল্লির, যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন। যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে।' (সূরা মাউন, আয়াত : ৪-৬)।

হাদীস শরিফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'আমি অংশীদারি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোনো কাজ করে আর ওই কাজে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করে, আমি ওই ব্যক্তিকে তার শিরকে ছেড়ে দিই।' (মুসলিম, হাদীস নং-৫৩০০)।

= o =

www.nagorikpathagar.org

তথ্য সূত্র:

১. সুবহে সাদিক, লেখক: আল্লামা খুররম মুরাদ
২. ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ, লেখক: মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী
৩. কুরআন ও হাদীসের দর্পনে মানবজীবন, লেখক: প্রফেসর মো. মোসলেম উদ্দীন শিকদার
৪. আখেরাতের প্রস্তুতি, লেখক: অধ্যাপক মুজিবুর রহমান
৫. সফল জীবনের পরিচয়, লেখক: একেএম নাজির আহমদ
৬. কুরআনের আলো, লেখক: মো. আমজাদ হোসেন চৌধুরী
৭. কিশোর মনে ভাবনা জাগে, লেখক: অধ্যাপক গোলাম আযম
৮. শাহাদাত: অণির্বান জীবন, লেখক: আবদুস শহীদ নাসিম
৯. ইসলামের সহজ পরিচয়, লেখক: অধ্যাপক গোলাম আযম
১০. দারসে হাদীস পঞ্চম খন্ড, লেখক: মাওলানা হামিদা পারভীন
১১. স্টাডী সার্কেল, লেখক: অধ্যাপক গোলাম আযম
১২. ইহসান কুরআনী সমাজের প্রাণ প্রবাহ, লেখক: মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম
১৩. প্রতিবেশীর অধিকার, লেখক: মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম
১৪. আল কুরআন শিক্ষা শিক্ষাদান ও প্রচার, লেখক: মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম
১৫. সন্তানের প্রতি পিতার নসীহত, লেখক: আবদুল কুদ্দুস
১৬. প্রশান্তচিত্ত মুমিনের ভাবনা, লেখক: অধ্যাপক গোলাম আযম
১৭. ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন, লেখক: আবদুল মান্নান তালিব
১৮. রাহে আমল ২য় খন্ড, লেখক: আল্লামা জলীল আহসান নদভী
১৯. বান্দার হক, লেখক: খন্দকার আবুল খায়ের
২০. যাদে রাহ, লেখক: আল্লামা জলীল আহসান নদভী
২১. আল কুরআনে পিতা-মাতা ও সন্তানের অধিকার, লেখক: মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম
২২. মুসলিম প্যারেন্টিং, লেখক: ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী ২৩. কবিরা গুনাহ, লেখক: ইমাম আয-যাহাবী রহ.
২৪. মাসিক আত তাহরীক, হাদীস বিডি ডট কম, দৈনিক নয়াদিগন্ত, মাসিক অন্য এক দিগন্ত, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক যুগান্তর, কালেরকণ্ঠ, জাগো নিউজ, প্রথমআলো, ইনকিলাব, ইত্তেফাক।

www.nagorikpathagar.org

“আল্লাহর কাছে তো ঐ লোকদের মর্যাদাই সবচেয়ে
বেশি, যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর
পথে তাদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে।
এরাই ঐসব লোক, যারা সফলকাম।”

(সূরা আত্ তাওবাহ-২০)

www.nagorikpathagar.org

ঋণমুক্ত দুনিয়া ও পাপমুক্ত পরকাল

মুহাম্মদ নূরে আলম

কাজী লাইব্রেরী
৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৮২৮-৫৯১১৫৮, ০১৭৭২-৯৮২৭০০